CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
রান্নাতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 May 2019 ■ আগরতলা, ১ মে , ২০১৯ ইং ■ ১৭ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম আসনে ১৩১ বুথে পুণঃ নির্বাচনে বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রে ১৩১টি বুথে পুণঃ নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অনুরোধ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই মোতাবেক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মঙ্গলবার বিএসএফ এবং সিআরপিএফ-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, আসাম থেকে ১১ কোম্পানী বিএসএফ এবং চার কোম্পানী সিআরপিএফ ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে পুণঃ নির্বাচনে নিযুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুণিকান্তি জানিয়েছেন, পুণঃ নির্বাচন নিয়ে কমিশনের কোন নির্দেশ এখনও পাননি তিনি।

১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস ও সিপিএম। নির্বাচনের পর থেকেই পুণঃ নির্বাচনের দাবীতে নির্বাচন কমিশনে দরবার করছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং দলের পলিটব্যুরোর সদস্য নিলোৎপল বসু ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত ও পূর্ব আসনের প্রার্থী জীতেন্দ্র চৌধুরীকে সাথে নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে পুণঃ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। ১৬৭৯টি বুথের মধ্যে পশ্চিম আসনে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ৪৬৪টি বুথে রিগিংয়ের অভিযোগ জানিয়েছিল সিপিএম। পরবর্তী সময়ে সর্বমোট ৮৪৬টি বুথে ভোট কারচুপির জন্য পুণঃ নির্বাচন চাইছে সিপিএম।

এদিকে, কংগ্রেসও ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে পশ্চিম আসনে পুণরায় নতুন করে নির্বাচনের দাবী জানিয়েছে কমিশনের কাছে। সোমবার পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিককে সাথে নিয়ে এআইসিসির শীর্ষ নেতৃত্বরা নির্বাচন কমিশনে পুণঃ নির্বাচনের দাবী পেশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম আসনে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রথমে তিনি ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে ভোট প্রক্রিয়ায় গড়মিল রয়েছে তা তিনি মেনে নিয়েছেন। ভোট গড়মিলের কারণে আট শতাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসার ভোট প্রক্রিয়ায় গড়মিল নিয়ে ৪৩৩টি বুথের ভিডিও ফুটেজসহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে ৪৩৩টি বুথে গড়মিল ধরা পড়েছিল বলে উল্লেখ থাকে।

এদিকে, বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জোৎসিও পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনে বিনোদ জোৎসি ১৭৯টি বুথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুয়ার আসরে হানা পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধ তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। জুয়ার আসরে হানা দিতে গিয়ে পুলিশ এবং জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলংবাড়ি এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলংবাড়ি এলাকায় একটি জুয়ার আসরে হানা দেয়। আসর থেকে বেশ কিছু জুয়ার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখোমুখি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডায়রিয়ায় স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শোনে সংজ্ঞা হারালেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ডায়রিয়ায় স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে সংজ্ঞা হারিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ধলাই জেলার কমলপুরের মানিক ভান্ডার এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মুজিব মিয়া। বয়স আনুমানিক তেইশ। গত কিছুদিন ধরেই মুজিব অসুস্থ ছিল। তাঁর পেটের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে ভর্তি করানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভীষণদের নিয়ে আর ঘর নয়, স্পষ্ট বার্তা বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ষড়যন্ত্র চলছে বিজেপির বিরুদ্ধে, তা রাজ্যে অনেক দিন ধরেই দাবি করে আসছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। আজ এ-বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, লোকসভা নির্বাচন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা হয়েছে। তাতে তিনি বুঝতে পেরেছেন, দলের ভেতরেই বিভীষণ রয়েছে । তাই তিনি ঠিক করেছেন, এখন আর বিভিষণ নিয়ে ঘর করবেন না । মঙ্গলবার ঋষ্যমুখে বিজেপি কার্যকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দলের প্রদেশ সভাপতির বক্তব্যে স্পষ্ট, সমস্ত ষড়যন্ত্রের কড়া জবাব দিতে প্রস্তুতি নিয়েছে শাসক দল ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই ত্রিপুরায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব দাবি করছেন, দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হলেও, আসল মুখ এখনও বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু আজ বিজেপি প্রদেশ সভাপতির বক্তব্যে মনে হয়েছে, দলে থেকে দলের বিরুদ্ধে যাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন তাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন।

বিপ্লবের কথায়, লোকসভা নির্বাচন থেকে অনেক কিছু শিখেছি। হয়তো, এই নির্বাচন না হলে মানুষ চিনতে আরও অনেক সময় লাগত। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিতে থেকেই দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তবে, ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী, এই অভিযোগও তুলেছেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সম্প্রতি এক জনসভায় রাহুল গান্ধী স্বপ্ন দেখিয়েছেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা বদল হতেই ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হবে। এ-বিষয়ে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে নিশানা করে বিপ্লব দেব বলেন, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করছে। ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের কখনও ক্ষমা করবেন না। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ ত্রিপুরার মানুষই খুলে দেবেন। তাঁর কথায়, ব্যক্তিগত লাভের জন্য ত্রিপুরাবাসীকে বার বার কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিয়েছে কংগ্রেস। এটাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র, কটাক্ষের সুরে বলেন বিপ্লব দেব।

বিপ্লব আজ বিজেপি কার্যকর্তাদের সতর্ক করে বলেন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাইনচ্যুত হামসফর এক্সপ্রেস, বরাতজোরে রক্ষা পেলেন দেড় হাজারেরও বেশী যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিলাসবহুল হামসফর এক্সপ্রেস ট্রেনটি মঙ্গলবার সকালে যাত্রী নিয়ে নিজ গন্তব্যস্থলে যাত্রার পথে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অসম ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি এলাকার তিলভূম প্লেটফর্মের লাগোয়া সারজুল গ্রামে।এতে কোনও হতাহতের খবর না ঘটলেও এ ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার নানা অভিযোগ প্রকাশ্য বেরিয়ে এসেছে।

বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ চোরাইবাড়ি স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে ফের যাত্রা করেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত আগরতলা-বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনাস্থল সারাই করে দুপুর ১২.১০ মিনিটে রেলওয়ে ট্র্যাককে ট্রেন চলাচলের জন্য সবুজ সংকেত দেন কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়াররা। এর পর প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং পরে বেঙ্গালুরুগামী হামসফর এক্সপ্রেস যাত্রা করে।

লাইনচ্যুত হামসফর এক্সপ্রেস। ইনসেটে ট্রেক থেকে পড়ে যাওয়া চাকা। ছবি নিজস্ব।

মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৭.৫২ মিনিট নাগাদ ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী অসমের চোরাইবাড়ি এবং তিলভূম স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে যাত্রীবাহী ১২৫০৪ হামসফর এক্সপ্রেসের একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই থানার লকআপে আসামীর আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। খোয়াই থানার লকআপে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল চুরির দায়ে ধৃত এক ব্যক্তির। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে খোয়াই থানার লকআপে পরনের গ্যাঞ্জি দিয়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল রুপেশ সিং (২১) নামের এক অভিযুক্ত। থানার পুলিশ জানিয়েছে, রুপেশ সিং নামের যুবককে খোয়াই কালীবাড়ি এলাকা থেকে চুরির দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল তাকে পানিসাগরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চুরি সামগ্রীগুলো উদ্ধার করে ফের খোয়াই থানায় এনে লকআপে পোরা হয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে সে থানার লকআপের গরাদে তার পরনের গ্যাঞ্জি ছিঁড়ে তা দিয়ে আত্মহত্যার করার চেষ্টা করে। তবে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের বিচক্ষণতায় তার আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এদিকে এ ঘটনায় রুপেশ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আগরতলা মেডিক্যাল গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ডাক্তাররা। জানা গেছে, বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানা চত্বরে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এনআরসিঃ সন্দিগ্ধদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১৫ জুন প্রকাশিত হবে নবায়িত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র অতিরিক্ত খসড়া। এতে সন্দেহজনকদের তাঁদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রামাণিক নথিপত্র জমা দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। অন্যথা এনআরসি থেকে নাম কাটা পড়বে। জানিয়েছেন এনআরসির রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলা।উচ্চতম আদালতের নির্দেশে নির্ধারিত ১৫ জুনের মধ্যে এনআরসি-র অতিরিক্ত খসড়া প্রকাশ করতে দিবারাত্র কাজ করছে সংশ্লিষ্ট দফতর। সেই সূত্রে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে এক নির্দেশিকা জারি করেছেন এনআরসির রাজ্য সমন্বয়ক। ওই নির্দেশিকায় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কাজে নিয়োজিত কোনও আধিকারিক-কর্মচারীকে অন্য কাজে নিয়োজিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, আগামী ১৫ জুন অতিরিক্ত খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর ১৬ জুন থেকে খসড়ায় অন্তর্ভুক্তরা দাবি উত্থাপন করতে পারবেন।উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এনআরসি-র প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই প্রকাশ হয় দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত খসড়া। ওই খসড়ায় ২,৮৯,৮৩,৬৭৭ জন নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও বাদ পড়েছিল ৪০,০৭,৭০৭ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে চৌদ্দ বছর জেল খেটে রাজ্যে ফিরল ৩ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। চৌদ্দ বছর বাংলাদেশে জেল খেটে রাজ্যে ফিরল তিন যুবক। মঙ্গলবার দুপুরে তাদের পুশব্যাক করা হয় বাংলাদেশের তরফ থেকে। বিজিবি ওই তিন যুবককে খোয়াই চেকপোস্ট দিয়ে তাদের বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। স্বভূমে ফিরে আসা তিন যুবক হল মনুর মৃণাল কান্তি দেববর্মা ও অনন্ত মোহন ত্রিপুরা। অপরজন গন্ডাছড়ার বাসিন্দা বরণজয় ত্রিপুরা।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিন যুবক ২০০৪ সালে খোয়াইয়ের বল্লার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। সেদেশের আশারাম সীমান্ত এলাকায় পৌঁছার পর বিজিবি ওই তিন যুবককে আটক করে এবং বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাদের মিথ্যা মামলা সাজিয়ে বাংলাদেশের আদালতে সোপর্দ করে। বাংলাদেশের আদালত ওই তিন যুবককে চৌদ্দ বছর কারাবাসের সাজা দেয়। সেই সাজা পূরণ হওয়ার পর তাদের স্বভূমে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ সরকার। সেই মোতাবেক মঙ্গলবার ওই তিন যুবককে বিজিবি বিএসএফের সাথে যোগাযোগ করে এবং ফেরত পাঠায়।

অন্যদিকে, বিএসএফের তরফ থেকেও এদিন এক বাংলাদেশী চোরকে সেই দেশে পুশব্যাক করা হয়েছে। তার নাম আজমল আলি খান। তাকে প্রায় তিনমাস আগে চুরির দায়ে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে নোটিস পাঠাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই অস্বস্তিতে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কয়েক বছর ধরেই বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করে আসছেন যে, রাহুল গান্ধী ব্রিটিশ নাগরিক। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নাগরিকত্ব বিভাগের অধিকর্তা বিসি জোশি মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে নোটিস পাঠিয়েছেন রাহুলকে। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়ে নোটিশ দিয়েছে। রাহুল গান্ধীকে পনেরো দিনের মধ্যে এই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সুব্রহ্মণ্যম স্বামী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ব্যাকপস লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন হয়। তার ঠিকানা দেওয়া হয় ৫১ সাউথ গেট স্ট্রিট, ইউধ্বেস্টার, হ্যাম্পশায়ার ২৩ ৯। বলা হয়েছে, এই কোম্পানির অন্যতম অধিকর্তা ও সেক্রেটারি আপনি। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, অভিযোগে জানানো হয়েছে, ওই কোম্পানির বার্ষিক রিটার্ন জমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। তাই আজ কর্মীদের ছুটি। দোসরা মে রবিবার জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

রাজ্যে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও নির্যাতিত, স্বীকারোক্তি মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রাজ্যে শুধু মহিলারা নন, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন পুরুষরাও। এ-কথা অকপটে স্বীকার করলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়াপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তাঁর কথায়, অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পুরুষদের নির্যাতন করছেন। তা তাঁরা করছেন আইনের অপব্যবহার করে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন এ-ধরনের মানসিকতা পরিবর্তন হোক, তা চাইছে ।কারণ, মহিলাদের নির্যাতন বন্ধ হোক তা যেমন চাইছে মহিলা কমিশন, তেমনি পুরুষদের নিয়েও কমিশন যথেষ্ট সংবেদনশীল ।

গার্হস্থ হিংসা সামাজিক ব্যধি । এ-প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যুগ যুগ ধরে গার্হস্থ হিংসার মতো ঘটনা ঘটছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যারা। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায়ও অনেক মহিলা গার্হস্থ হিংসা শিকার হচ্ছেন । কিন্তু, এত বড় সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান সম্ভব নয় । তাঁর কথায়, নারীঘটিত অপরাধ নিয়ে এখন মহিলা কমিশন প্রতিনিয়ত কর্মশালার আয়োজন করছে ।তাঁর মতে, মানুষ সচেতন না হলে নারীঘটিত অপরাধ দমন কোনওভাবেই সম্ভব নয় । সাথে যোগ করেন, সচেতনতার পাশাপাশি মানসিকতার পরিবর্তনও খুব জরুরি ।

তিনি বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন রাজ্যে কাজ শুরু করেছে । নারীঘটিত অপরাধের বহু অভিযোগ কমিশনে প্রতিনিয়ত জমা পড়ছে ।তাঁর দাবি, মহিলা কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি অভিযোগের নিষ্পত্তিতে কাজ করে চলেছে । তবে, অপরাধ শূন্যের কোঠায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না । তিনি জানান, সম্প্রতি সারা ত্রিপুরায় ৪৮টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । ওই শিবিরগুলিতে নারীঘটিত অপরাধ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়েছে ।

প্রসঙ্গক্রমে গার্হস্থ হিংসার শিকার পুরুষরাও হচ্ছেন এই বিষয়টি ওঠে আসে । শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা দেশেই এখন পুরুষরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন । মহিলাদের দ্বারা আজ পুরুষরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন । শুধু তাই নয়, মহিলারা অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফেলছেন । এ-সমস্ত বিষয় অকপটে স্বীকার করেছেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী ।তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় অন্তত ২০ শতাংশ ঘটনায় পুরুষরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার প্রমাণ মিলেছে । সাথে যোগ করেন, অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা
স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৫ □ সংখ্যা ২০০ □ ১ মে
২০১৯ ইং□ ১৭ বৈশাখ □ বুধবার □১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মৃতপ্রায় দলে প্রাণশক্তি

এই কিছুদিন আগেও এরাজ্যের বিরোধী দল সিপিএম এবং কংগ্রেস মাথা তুলিতেই সাহস পাইত না। এখন রীতিমতো ছোবল মারিতে ফণা তুলিয়াছে। এরাজ্যে পালাবদলের পর সিপিএম নেতা কর্মীরা একেবারে ঘর বৈঠা হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বহু সিপিএম কর্মীর বাড়ীঘরে হামলা সংঘটিত হইয়াছে। ভয়ভীতি ইত্যাদি কারণে 'বিপ্লবী' কমরেডরা একেবারে নিজেদের গুটাইয়া রাখিয়াছেন। সেই কমরেডরা এখন প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিম আসনে পুণঃভোটের দাবীদের রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়াছে। অন্যদিকে, এরাজ্যে জিরো হইতে হিরো বনিতেছে কংগ্রেস। পশ্চিম আসনে পুণঃভোটের দাবীতে রাজ্যে আন্দোলনের পথে না থাকিলেও দিল্লীতে মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। নির্বাচন কমিশনের উপর জোর চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে। ত্রিপুরার নির্বাচন জাতীয় স্তরে যথেষ্ট প্রচার পাইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই প্রচারে বিজেপি দলের ভাবমূর্ত্তির উপর কিছুটা দাগ রাখিয়া গেল। বিজেপির এক বছরেরও বেশী সময়ের শাসনে মৃতপ্রায় কংগ্রেস জাগিয়া উঠিয়াছে। সিপিএম আন্দোলনমুখী হইবার মতো সুযোগও পাইয়া গেল। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল পেশী শক্তির আস্ফালনে সাময়িক লাভ দেখা গেলেও আখেরে ব্যাপক ক্ষতি। সেই ক্ষতির মুখেই হয়তো পড়িয়া গেল বিজেপি।

এক বছরেরও বেশী সময়ের শাসনে বিরোধী দলগুলির এমন বাড়বাড়ন্ত সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু, ত্রিপুরায় বিরোধীরা জাগিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী সম্প্রতি ত্রিপুরা সফরে আসিয়া কংগ্রেসের মরাগাঙে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়া গেলেন। লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গড়া হইবে বলিয়া রাহুল মন্তব্য ছুড়িয়া দেন। তাঁহার এই মন্তব্য কিসের ইঙ্গিত দিতেছে? যে কংগ্রেস এই সেদিনও ছিল মৃতপ্রায় আজ এমন কি যাদুমন্ত্র আসিয়া গেল যাহাতে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠন করিবে বলিতে পারিলেন রাহুল। রাজনৈতিক নেতাদের মুখে লাগাম টানার সুযোগ কমিতেছে। রাহুল যাহা বলিলেন তাহার অর্থ কি দাঁড়ায়? কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গড়িলে এরাজ্যে ঘোড়া কেনা বেচা হইবে? প্রশ্ন উঠিয়াছে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার হইবে এমন লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে তো আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার তো প্রধানমন্ত্রী পদে রাহুল গান্ধী না পছন্দ। এই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের উত্থানের পিছনে অবদান যুগাইয়াছে বিজেপি। যে কংগ্রেসের উপজাতিদের মধ্যে ন্যূনতম প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল না সেই দল হঠাৎ করিয়া কোন্ শক্তিতে উজ্জীবিত হইয়াছে। পঁচিশ বছর সিপিএমের শাসনে রাজ্যবাসী হতাশায় নিমজ্জিত। সাধারণ মানুষ বামেদের প্রত্যাবর্তনকে কতখানি স্বাগত জানাইতে চাহিবে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পছন্দের তালিকায় কংগ্রেসকে রাখিতেই হয়। কারণ, রাজ্যের মানুষ বিকল্প চাহিতেছে। পালাবদলের এই এক বছরের বেশী সময়ে মানুষ এমন আশাহত হইতেছেন কেন? এই প্রশ্নটিই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতারা কি মানুষের ক্ষোভের আঁচ পাইয়াছেন? পাওয়ারই কথা। গত বিধানসভা নির্বাচনে সরকার বদলের যে দুর্বার হাওয়া ছিল এইবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া বিজেপি নেতারা বুঝিতে পারিয়াছেন? পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে কারচুপি, অনিয়ম ইত্যাদির অভিযোগে পুণঃভোটের দাবীতে কংগ্রেস সিপিএম জোর আন্দোলন জারী রাখিয়াছেন। ত্রিপুরার নির্বাচনের ইতিহাসে পুণঃভোটের দাবীতে এমন আন্দোলন দেখা যায় নাই। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন ভোটে অনিয়মের অভিযোগে দুইজন মাইক্রো অবজারভার ও তিনজন প্রিসাইডিং অফিসারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করিতেও নির্দেশ দিয়াছেন। এই ঘটনাও প্রতিষ্ঠিত করিল পশ্চিম আসনে ভোট ডাকাতি হইয়াছে। এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া কোণঠাসা, ক্ষয়িষ্ণু দল আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসিতেছে। এরাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস জাগিয়া উঠিয়াছে। সিপিএম ক্রমেই ফণা তুলিতেছে। রাজ্যের রাজনীতিতে বিরোধী দল দুইটির দ্রুত উত্থানকে নিশ্চয় খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বারুইপুরে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন, স্টেশনে ভাঙচুর ক্ষুব্ধ যাত্রীদের

বারুইপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): রাতের ট্রেন। দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা। এমনই সময় ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে চরম বিপত্তি। সোমবার রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে আচমকাই ভেঙে যায় আপ লক্ষিকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকালের প্যান্টোগ্রাফ। এই ফলে সোমবার রাতে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বারুইপুর থেকে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। এরইমধ্যে আপ লাইন ঠিক না হওয়ার আগেই, ডাউন লাইনে নতুন করে ট্রেন খারাপ হওয়ায় বন্ধ হয়ে পড়ে ডাউন লাইনও। জোড়া বিভ্রাটের জেরে অসংখ্য যাত্রী আটকে পড়েন বারুইপুর স্টেশনেই। এই অবস্থা ঘন্টা তিনেকেরও বেশি সময় ধরে চলার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। বারুইপুর স্টেশনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ভাঙচুরও চালান ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। পরে রেল পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মঙ্গলবার ভোররাত দু'টো নাগাদ ট্রেন চলাচল শুরু হলেও, সকাল পর্যন্ত তা স্বাভাবিক হয়নি।ঘড়ির কাটায় রাত তখন ন'টা। আচমকাই বারুইপুর স্টেশনে ভেঙে যায় আপ লক্ষিকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকালের প্যান্টোগ্রাফ। ঘটনার জেরে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সোনারপুর থেকে টাওয়ার ভ্যান এসে সেই প্যান্টোগ্রাফ মেরামতের কাজ শুরু করে। এরই মধ্যে ডাউন লাইনে খারাপ হয়ে যায় একটি ট্রেন। ফলে আপ ও ডাউন দু'টি লাইনেই বন্ধ হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল। ঘটনার জেরে বহু মানুষ, সাধারণ যাত্রী সকলেই আটকে পড়েন বারুইপুর স্টেশনে। রাত বারোটা পর্যন্ত কোনও লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু না হওয়ায় বারুইপুর স্টেশনে বিক্ষোভ শুরু করেন যাত্রীরা। স্টেশন মাস্টারের ঘর লক্ষ্য করে ইটও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পরিমাণে রেল পুলিশ মোতায়েন করা হয় বারুইপুর রেল স্টেশনে। অন্যদিকে, দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল শুরু না হওয়ায় কার্যত বাধ্য হয়েই বারুইপুর স্টেশনে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করেন যাত্রীরা। স্টেশনে বসার চেয়ার থেকে শুরু করে, পাখা, লাইট সব কিছুই ভাঙচুর করে উত্তেজিত যাত্রীরা। পরে অবশ্য রেল পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর ভোররাত দু'টো নাগাদ শুরু হয় ট্রেন চলাচল। তবে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষিকান্তপুর ও ডায়মন্ড হারবার লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলেই রেল দফতর সূত্রে খবর।

অসমে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত নয়টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

ডিগবয় (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার রাত এবং মঙ্গলবার ভোররাতে পৃথক দুই স্থানে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় নয়টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। মঙ্গলবার ভোররাতে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ডিগবয়ে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন চারিআলি বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। একটি মোটর গ্যারেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডে সূত্রপাত বলে জানা গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা লাগোয়া দোকানগুলিকে গ্রাস করতে থাকে। ফলে নিমেষের মধ্যে গ্যারেজ-সহ ছয়টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। গ্যারেজে ছিল বেশ কয়েকটি গাড়ি। সেগুলোও জ্বলে গেছে। খবর পেয়ে ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। তাঁদের প্রচেষ্টা গোটা বাজার রক্ষা পেয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদ ও মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

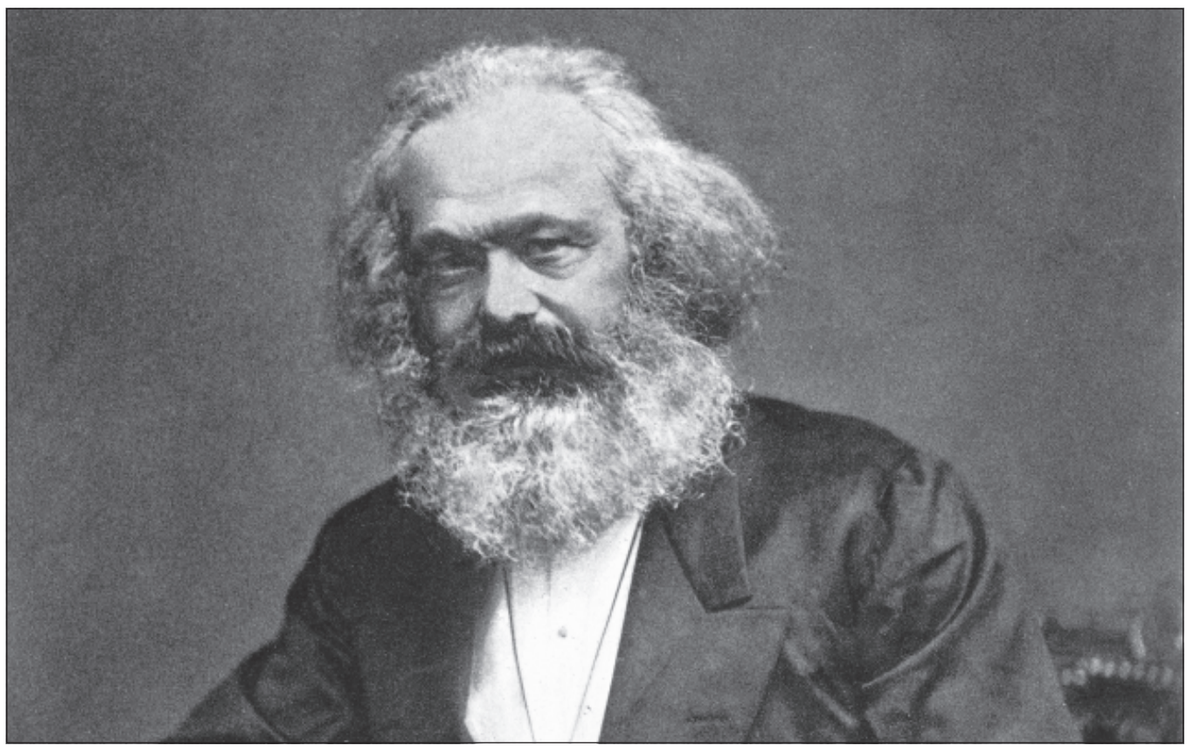

।। **বিশেষ প্রতিনিধি**।। 'মহামতি কালমার্কস দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের কথা বলেছেন। মার্কসের দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদকে মার্কসবাদীরাই যে দ্বন্দ্বাত্মক করে তুলবেন— তা মার্কসও কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি।' এই দান্ধিকতাই জন্ম দিয়েছে লেনিন, স্তালীন, সুচি মিন মাও সে তুংয়ের মতবাদ। এর আগে জন্ম হয়েছিল ডাঙ্গেপন্থী, চারু মজুমদার পন্থী। এতগুলো মত পথ সৃষ্টির একটাই কারণ মার্কসবাদ নিয়ে এগুতে গিয়ে এরা সবাই 'দ্বন্দ্বে' পড়ে হাবুডুবু খেয়ে শেষ পর্যন্ত একেকজন এক একটা করে মতবাদের জন্ম দিয়েছেন।

লেনিনের দিকেই তাকান, ১৯১৭ সালে কর্ষক পুত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে জার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিয়ে রাশিয়াতে ক্ষমতা দখল করে নেন কমিউনিস্টরা। মার্কসবাদ তথা কমিউন বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে রাশিয়া। লেনিন ১৯১৯ সাল তথা দুই বছর পর 'কিচেন গার্ডেন' শব্দটা ব্যবহার করে নতুন অর্থনীতি দেন। যা কেবল হয় ন্যাপ বা নিউ ইকনমিক্স পলিমিয়া লাগু করেন লেনেন সাহেব। অর্থাৎ মার্কসবাদ নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে এর মধ্যেই সংশোধন অনেন।

কমিউনিস্টরা যে দলকে বুর্জোয়া দল বলতেন সেই দল উদারনৈতিক বুর্জোয়া দলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তাই কংগ্রেস সহ এ ধরণের বুর্জোয়া দলগুলোকে শ্রেণি বিন্যাসের কবজ পরিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে কর্মী ও জনগণের মধ্যে। উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণি বিন্যাসের কথা বলেননি মার্কসবাদ তত্ত্ব। সরাসরি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির কথাই বলেছেন। শ্রমিক শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবের কথাই বলেছেন।

অবশ্য যেদিন লেনিন ব্রিটেন বিপ্লব করতে না পেরে রাশিয়াতে বিপ্লব (?) করেছিলেন, সেইদিন তো মার্কসবাদ এর ঐতিহা সিক মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো। কারণ মহামতি কালমার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার বলেছিলেন, যেখানে পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। মার্কস সাহেবের ইতিহাস বিশ্লেষণ তো ব্রিটেনে প্রথম বিপ্লব হওয়া উচিত ছিলো। আর বিপ্লব করার কথা তো ছিল শ্রমিকদের। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনে বিপ্লব না হয়ে রাশিয়াতে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয়েছে--- আর তা করেছে কর্ষকদের সন্তানরা তথা কর্ষক সমাজ। সেই দিনেই কি কার্লমার্কসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণ হয়ে যায়নি? সেই দিনই মার্কসবাদের ঐতিহাসিক মৃত্যু হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তো এক শ্রেণি ভণ্ড মনস্তত্বের মানুষ মার্কসবাদের কঙ্কালটাকে কাধে তুলে নিয়ে দেশ বিদেশে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। মার্কসবাদীরা যখন বঙ্গে ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাত্ত্বিক নেতা, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন পরিস্কার ভাবেই বলেছিলেন ক্ষমতায় আসার আগে ভাবতাম মার্কসবাদ বাস্তব সত্য। কিন্তু ক্ষমতায় বসে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিরুপমবাবু মার্কসবাদের পর বেশ কটা বই লিখেছেন। সেই বইগুলো এখন বস্তাবন্দী হয়ে আছে। আর নিরুপম সেনের কথা আর কেউ বলেন না। সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বাই শিল্পপতিদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিনিয়োগ ভিক্ষা করতে।

শ্রমিকদের রক্তে ভেজা লাল পতাকা মাথার উপর রেখে ভারতের লক্ষ কোটির মালিক শিল্পপতি সাথে বিনিয়োগের তথা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

যদি রতন টাটা বুর্জোয়া শ্রেণি বিন্যাসের আওতায় আসেন— তবে আমার মনে হয় ওইসব জটিল শব্দগুলো ব্যবহার করে মুখে রঙ-চঙ মেখে আসল চেহারাটা ঢেকে রাখার প্রয়াস না করাই ভালো। কারণ, এ দেশের মানুষ যে আদর্শ বা জ্ঞান ভাবনা যে একেবারেই করেন না বা এই সম্পর্কে তথা সামাজিক অর্থনৈতিক জ্ঞান বা ভাবনা যে একেবারেই নেই। তার তো প্রমাণের কোনো অভাব নেই। তবে শুধু শুধু ছদ্মবেশ ধারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সরাসরি কংগ্রেসের মতো বলে দেয়াই ভালো নয় কি? মার্কসবাদ যে মরে কঙ্কাল হয়ে গেছে সেটা মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়? আমি তো কোনো অসুবিধা দেখতে পাই না। 'দাড়কাক' যেমন নিজে চোখে বুজে খাদ্য লুকিয়ে রেখে মনে করে কেউ দেখেনি। মার্কসবাদীরা তো সে রকমই হয়ে গেছেন। তারা নিজেরা চোখ বুঝে যে কোনো শব্দের জাল বিছিয়ে দিয়ে মনে করেন— কেউ বুঝতে পারেননি। সেই ধরণের হিপোক্রেসী না করাই ভালো। তা না হলে এই হিপোক্রেসী করার জন্য বিরাট মূল্য দিতে হতে পারে। যেমন ইন্দোনেশিয়াতে এক সময় কমিউনিস্টরা মূল্য দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেও মানুষ এখন আরও বেশি বিরক্তিতে ভোগছেন।

তাছাড়া বর্তমানে পুঁজিবাদ অনুগামীরা আরও বেশি হিংস্র হয়ে আছে। কারণ এটাই ব্যস্ত যুগের শেষ পর্যায়। পুঁজিবাদের মৃত্যু ঘটতে চলেছে স্বাভাবিক নিয়মে।

মার্কসবাদীদের মনে রাখা উচিত রাশিয়ার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভের চিন্তাধারা। আর ক্রুশ্চেভের চিন্তাধারা পুষ্ট হয়েছিল ট্রটস্কির ভাবধারা।

প্রথমেই দেখা যাক লেনিন ও স্তালীন সম্বন্ধে ট্রটস্কি কি মনে পোষণ করতেন। ১৯১৩ সালে একটা পত্রে ট্রটস্কি বলেছেন— বর্তমান সময়ে লেনিনের সমগ্র ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এটির নিজ পচনের বিষাক্ত উপাদান রয়েছে— এটির অভ্যন্তরেই ট্রটস্কির দি রেভিলিউশন বিট্রেইড গ্রন্থে লিখেছেন স্তানিলবাদ ও ফ্যাসিবাদ... হলো সমচরিত্রের প্রক্রিয়া। উভয়ের বহু উপাদানের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের পরে লেনিন যে নোতুন অর্থনীতি চালু করেন, ট্রটস্কি তার সোভিয়েত ইকনমি ইন ডেঞ্জার গ্রন্থে স্তালিনের নেতৃত্বে ভিন্নধর্মীয় পুঁজিবাদের কথা তিনিও যে কমিউনিস্ট ভাবধারার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাকে অস্বীকার করা যাবে কিভাবে? আমার বক্তব্য এখানেই। কমিউনিস্ট ভাবধারাকে তুলোধুনো করেছেন তো কমিউনিস্টরা। ক্রুশ্চেভ কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটবে। তিনি বলেছিলেন, পার্টি হলো শ্রেণির উর্দ্ধে থাকা সমগ্র সমাজের অগ্রণী বাহিনী, এতএব শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র হতে পারে না। রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে মার্কসবাদ শুধু খণ্ড সৃষ্টি ভঙ্গি থেকে জন্ম নেয়নি— অবৈজ্ঞানিক।

খণ্ড ও অবৈজ্ঞানিক একটা দর্শন সমাজ বা মানুষের কতো বড় ক্ষতিকারক তা মার্কসবাদ দর্শনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই দর্শনের অনুগামীরা একেকটা দেশে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝড়িয়েছে। কিন্তু আজও দর্শনের কল্পিত সমাজ উপহার দিতে পারেনি বিশ্বকে। কট্টর মার্কসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিন সুপরিচিত। সেই চিনে ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দশ বছর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাল যে মাওসে তুং চিনে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনিই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কেননা তিনি মনে করেছিলেন সরকার, সেনাবাহিনী সাংস্কৃতিক জগতে তথা বিভিন্ন সংগঠনে বুর্জোয়ার ঢুকে পড়েছে, সুতরাং তাদের ঝেটিয়ে বিদেয় করো। শুরু হলো মারণযজ্ঞ। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে লাল করে দেয়া হয়েছিল চিনের মাটি। সেই চিন আজ উদার অর্থনীতি তথা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। ধণতন্ত্রের সাথে শান্তিপ্রিয় সহবস্থান ও প্রতিযোগিতায় যুগ দিয়েযে চিন। বিশ্বায়নের নামে ধনতান্ত্রিক এবং অর্থনীতির সাথে এক সূত্রে গেছে চিন। কিন্তু প্রশাসনটা থেকে গেছে কমিউনিস্টদের হাতে। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের শাসিত দেশে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ থৈ থৈ করে নৃত্য করছে। এখন চিনকে কোনো তালিকায়। শাসন ক্ষমতা হাতে রেখে পুঁজিবাদের রাস্তায় হাঁটা। যা মার্কস সাহেবের দর্শন মার্কসবাদের একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা। এতে অবশ্য কোনো মার্কসবাদীর মুখ থেকে একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে যখন সিপিএমের নেতৃত্বে মার্কসবাদী জোট ক্ষমতায় ছিলো। তখন পশ্চিমবঙ্গের সরকার পুঁজিবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি নিয়ে চলায় ও বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেয়ায় কট্টর কমিউনিস্টরা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিলেন। যাদের নকশালপন্থী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিলা তাদের নির্বিবাদে হত্যা করা হয়েছিলো।

অবশ্য যেদিন লেনিন ব্রিটেন বিপ্লব করতে না পেরে রাশিয়াতে বিপ্লব (?) করেছিলেন, সেইদিন তো মার্কসবাদ এর ঐতিহাসিক মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো। কারণ মহামতি কালমার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার বলেছিলেন, যেখানে পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। মার্কস সাহেবের ইতিহাস বিশ্লেষণ তো ব্রিটেনে প্রথম বিপ্লব হওয়া উচিত ছিলো। আর বিপ্লব করার কথা তো ছিল শ্রমিকদের। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনে বিপ্লব না হয়ে রাশিয়াতে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয়েছে— আর তা করেছে কর্ষকদের সন্তানরা তথা কর্ষক সমাজ। সেই দিনেই কি কার্লমার্কসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণ হয়ে যায়নি? সেই দিনই মার্কসবাদের ঐতিহাসিক মৃত্যু হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তো এক শ্রেণি ভণ্ড মনস্তত্বের মানুষ মার্কসবাদের কঙ্কালটাকে কাধে তুলে নিয়ে দেশ বিদেশে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। আজ আবার মানিকবাবুরা রাজ্যবাসীকে বোকা বানাতে চাইছেন। মার্কসবাদীরা যখন বঙ্গে ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাত্ত্বিক নেতা, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন পরিস্কার ভাবেই বলেছিলেন ক্ষমতায় আসার আগে ভাবতাম মার্কসবাদ বাস্তব সত্য। কিন্তু ক্ষমতায় বসে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিরুপমবাবু মার্কসবাদের পর বেশ কটা বই লিখেছেন। সেই বইগুলো এখন বস্তাবন্দী হয়ে আছে। আর নিরুপম সেনের কথা আর কেউ বলেন না। সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বাই শিল্পপতিদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিনিয়োগ ভিক্ষা করতে।

দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেতে...

ভাঙড়ে ছ'বছরের শিশুকে খুন প্রহৃত অভিযুক্ত, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল ক্ষুব্ধ জনতা

ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ৩০ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ছ'বছর বয়সি একটি শিশুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের কাশিপুর থানার অন্তর্গত কাঠালিয়া এলাকায়। মৃত শিশুর নাম সাকিব মোল্লা (৬)। এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কাঠালিয়া এলাকায়। অভিযুক্ত যুবক শরিফুল মোল্লাকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর চলে গণধোলাই। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লার বাড়িতে, এমনকি শরিফুলের বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। উত্তেজনার খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। অন্যদিকে, মৃত শিশু সাকিব মোল্লার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ছ'বছর বয়সি শিশু সাকিব মোল্লার বাবা শাহজান মোল্লার ব্যাগের কারখানায় কাজ করতো অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লা। ব্যবসায় মন্দার কারণে শরিফুলকে অন্যত্র কাজ খুঁজে নেওয়ার জন্য বলেছিল শাজাহান। আচমকা কাজ চলে যাওয়ার প্রতিশোধ নিতেই এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল বছর ছ'য়েকের সাকিব মোল্লা। দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকার রাতে বাড়ির পাশে আম বাগানে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গলায় ফাঁস-এর চিহ্ন দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে সাকিবকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানতে পারেন, সোমবার বিকেলে শরিফুলের সঙ্গেই ছিল সাকিব। ঘটনাটি জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কাঠালিয়া এলাকায়। অভিযুক্ত যুবক শরিফুল মোল্লাকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর চলে গণধোলাই। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লার বাড়িতে, এমনকি শরিফুলের বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাইক্লোনের সতর্কবার্তা ও সমন্বয়ের বৈঠক

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী শুক্রবার মধ্যরাতে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সাইক্লোনের আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোম ও মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে নবান্ন-তে আলোচনা করেন ওই সব বিভাগের কর্তারা। রাজ্যের কৃষি পরামর্শদাতা প্রদীপ মজুমদার আজ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "পর্শু রাতে এই দুর্যোগের ইঙ্গিত পাওয়ার পরেই আমরা প্রস্তুতির কাজ ও প্রচার শুরু করে দিয়েছি। এখন ধান পেকে গিয়েছে। প্রবল ঝড়ে সেগুলো মাটিতে পড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তিলের দাম থাকায় অনেকে তিল চাষ করেন। এদিকে এবং পানের বরজ, মাচার ফসলের সুরক্ষাও নিতে হবে। দুই ২৪ পরগণা এবং দুই মেদিনীপুরে সতর্কতা বেশি নেওয়া দরকার। আমরা সব রকমভাবে কৃষকবন্ধুদের বিষয়টা জানানোর চেষ্টা করছি।"

প্রশাসনের তরফে কৃষকদের কাছে আবেদন করা হয়েছে, ৮০ শতাংশ দানা পেকে গেলে ধান কেটে নিতে। কাটা ধান মাটিতে ফেলে না রেখে দ্রুত খামারে তুলে নেওয়া এবং কম্বাইন হারভেস্টর যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত ধান কাটার আর্জির পাশাপাশি সব্জির মাচা ও পানের বরজের চারদিকে খুঁটি পুঁতে শক্ত করে বাঁধন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কৃষি দফতর।

ঘূর্ণিঝড় 'ফনি' অতি তীব্র সাইক্লোন হয়ে আছড়ে পড়তে পারে ওড়িশার উপকূলে। তার প্রভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

মৎস্য দফতরের এক আধিকারিক 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "হায়দরাবাদের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপগ্রহ ক্যামেরায় পাওয়া ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার সব রকম সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। বেতার সম্প্রচারের পাশাপাশি ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা, দিঘা প্রভৃতি অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের সংগঠনকে গভীর সমুদ্রে মাছ না ধরতে যাওয়ার আবেদন করা হয়েছে। হলদিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে নবান্ন-র কন্ট্রোল রুম।

মাশুল গুনতে হচ্ছে শিক্ষক-সহ পড়ুয়াদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিজি-তে সিবিসিএস চালু নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠক

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে (পিজি) চয়েস-বেসড ক্রেডিট সিস্টেম (সিবিসিএস) চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে। এখনও তা শেষ হয়নি। শিক্ষকদের সঙ্গে পড়ুয়াদেরও গুনতে হচ্ছে এর মাসুল। অবশেষে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। সিবিসিএস কী ? ইউজিসি -র ব্যাখ্যা, দেশে উচ্চশিক্ষায় বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা আনা জরুরি। পাঠ্যক্রম, পড়াশোনার ধরন, শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতি ভিন্ন হলেও বিষয়ের ধাঁচা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা একই হতে হবে। উচ্চশিক্ষায় নিজস্ব বিষয় ছাড়াও পড়ুয়াদের অন্য কোর্সের বিষয়েও বিশদে অবগত হতে হবে। ধরা যাক, কোনও পড়ুয়া বাংলায় স্নাতক (অনার্স) বা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ছেন। তিনি পছন্দ মতো ইংরেজি, সমাজতত্ত্ব অথবা ফিল্ম স্টাডিজের মতো বিষয় বা পেপারও নিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয় বা পেপারে পড়ুয়ার প্রাপ্ত নম্বর মার্কশিটে দেখাতে হবে। এটাই চয়েস-বেসড ক্রেডিট সিস্টেম। এক শিক্ষাবর্ষের অড ও ইভেন সেমেস্টারে তা কার্যকর করতে হবে।

২০১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এসে ইউজিসি-র চেয়ারম্যান বেদ প্রকাশ জানিয়ে যান, উচ্চশিক্ষায় শীঘ্র সিবিসিএস পদ্ধতি চালু করতেই হবে। সে জন্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য তিনি সময়সীমাও বেঁধে দেন। ২০১৬ -১৭ শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই এই পদ্ধতি চালু করা বাধ্যতামূলক করেছিল ইউজিসি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সুগত মারজিত-সহ উপাচার্য (শিক্ষা) স্বাগত সেন, বিজ্ঞানের ডিন আশুতোষ ঘোষ এবং কলেজ পরিদর্শককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন। ২০১৬-র এপ্রিল মাসে এ ব্যাপারে কমিটির তরফে সব বিভাগীয় প্রধানদের চিঠি দেওয়া হয়।

বিষয়টির রূপায়ণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্তা একাধিক বার বৈঠকে বসে সিবিসিএস -র রূপরেখা তৈরি করেন। তা বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়। ঠিক হয়, দুটো স্তরে বিষয় বণ্টন করা হবে। যেমন, গণিতের পড়ুয়ারা পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়নের একটি মডিউল নিতে পারেন। সেই সঙ্গে বাণিজ্য, অর্থনীতি বা পরিসংখ্যানের অন্য একটি মডিউল। তবে মূল না ঐচ্ছিক বিষয় --প্রান্ত মার্কস মার্কশিটে কী ভাবে উল্লিখিত হবে, তা চূড়ান্ত করতে অনেক সময় লেগে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (কুটা) সভাপতি পার্থিব বসু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান-কলা-বানিজ্য মিলিয়ে পিজি অর্থাৎ স্নাতকোত্তরে ৭০টি বিভাগ রয়েছে। তার অধিকাংশ বিভাগে ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের পিজি-র নানা শাখায় চালু করা যায়নি। ১২টি-র মধ্যে ৩টি-তে এখনও চালু করা যায়নি।"

পার্থিববাবু বলেন, "এটার সার্থক রূপায়ণের জন্য পড়ুয়া ও শিক্ষককের সংখ্যার পাশাপাশি পরিকাঠামোর বিষয়টি ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হয়। আমরা এ সব কারণে দীর্ঘকাল ধরে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল তৈরির দাবি করছিলাম। শিক্ষা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এই কাউন্সিলে আলোচনা করে গ্রহণ করার কথা। সম্প্রতি আমাদের ওই দাবি মান্যতা পেয়েছে। আজ কাউন্সিলের বৈঠকে পিজি-তে সিবিসিএস নিয়ে প্রথম কথা হবে।"

বিষয়টি রূপায়ণের জন্য তিন সদস্যের যে কমিটি হয়েছিল, তার সদস্য তৎকালীন বিজ্ঞানের ডিন আশুতোষ ঘোষ পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এখন তিনি নবগঠিত রানি রাসমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পিজি-তে সিবিসিএস রূপায়ণে সময় লাগার কারণ হিসাবে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "পিজি-র বিষয়গুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ভবনে পড়ানো হয়। যেমন, প্রযুক্তির ক্লাশ হয় সল্ট লেক ও রাজাবাজারে। বিজ্ঞানের ক্লাশ হয় রাজাবাজার ও বালিগঞ্জে। অর্থনীতির ক্লাশ হয় বিটি রোডে কিন্তু অন্য অনেক বিভাগের ক্লাশ হয় কলেজ স্ট্রিট অথবা আলিপুরে। পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের পক্ষে দূরের অন্য ভবনে গিয়ে ক্লাশ করা সম্ভব হয়নি। আমার সময়ে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে সিবিসিএস পদ্ধতি কার্যকরের কাজ অনেকটাই এগোয়। কারণ, তার ক্লাশগুলো বালিগঞ্জে হত। আমি ২০১৬ পর্যন্ত ডিন ছিলাম। এর পর অন্য শাখাগুলিতে সিবিসিএস পাঠ্যক্রম রূপায়ণের সমাধানসূত্র নিশ্চয়ই খোঁজার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে।

প্রতিহিংসাও চলছে, ছাপ্পা ভোটও চলছে কিছুই পরিবর্তন হবে না : কৌশিক

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্বেও আবাধে চলছে ছাপ্পা ভোট।২০১৯ র লোকসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের আশা ছিল অভিনেতা কৌশিক সেনেরউ কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করছেন অভিনেতা । এই প্রসঙ্গে কৌশিক সেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,'প্রতিহিংসাও চলছে ছাপ্পা ভোটও চলছেউএকটা সময় পরিবর্তন চেয়েছিলাম ও বিশ্বাস করি সেই সময় সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখন মনে হয় পরিবর্তন হয়নি, সিপিএম যা করত তৃণমূলও তাই করছে। কিছুই পরিবর্তন হবে নাউ মানুষ তো পাল্টাবার চেষ্টা করবেই। কে ভাল আর কে মন্দ সেটা আগে থেকে বোঝা যায় না। নন্দীগ্রাম নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। আমরা কিছু সংখ্যক মানুষ পরের জমানাতেও প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু কিছু মানুষ আর সেটা করছেন না। তাঁরা সিপিএম আমলে প্রতিবাদ করেছে তারপর এই আমলে এসে সরকারি নানা পদে ভিড়ে গিয়েছেন। ফলে অনেক প্রতিবাদীকেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা দেশের একটা বড় অংশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় না রাখাই ভাল। সে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন সেটা হল বিকল্প দলগুলির ওপর মানুষের আস্থা। বিকল্প দলগুলির মধ্যে যারা আছেন, তার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা উল্লেখযোগ্য নাম। সুতরাং তাঁর রাজ্যে যে, ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়— এটা প্রমাণ করা খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু সেটা হল না। এটা খুব আক্ষেপের। সবাই দেখছে ছাপ্পা ভোট হচ্ছে। খারাপ অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও মানুষ মমতা বন্দোপাধ্যায়াকে ভোট দিয়েছেউ এমন তো নয় যে, ২০০৭ সালে এসে সিপিএম অন্যায় করেছিল। তার আগেও অনেক অন্যায় করেছিল। তবু মানুষ তাদের ভোট দিয়েছে। সিপিএম শুধু ছাপ্পা ভোটে জেতেনি। সিপিএম বৈধ ভোটেই জিতত। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে। মানুষের সেই নৈতিক জায়গাটা আর নেই। ভোট দিতে গিয়ে কেউ মারা গেলে মানুষ সেটা মনে রাখছে না। মানুষ মনে করছে আমি তো মরিনি। আমি কন্যাশ্রী পাচ্ছি। আমি তৃণমূলকেই ভোট দেব। এই মোহ ভাঙতে সময় লাগবে।

সন্ত্রাসবাদ দমন করতে হলে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন : নরেন্দ্র মোদী

বহরাইচ, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদ দমনে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার জেরে দেশের কোনও ধর্মীয় স্থান এবং বাজারে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। মঙ্গলবার এমনই উত্তরপ্রদেশের বহরাইচের নির্বাচনী সভায় এমন দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সন্ত্রাসবাদ দমন করতে হলে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকারের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জন্দিরা মোদীকে ভয় পেয়েছে। তাই ভয় পেয়ে কোনও হামলা তারা চালাচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্রে দুর্বল সরকার তৈরি হলে জঙ্গিরা হামলা চালানোর সাহস পেয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশে জঙ্গিদের স্লিপার সেল রোধ করার ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টি, বহু সমাজ পার্টি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিদের স্লিপার সেল রাজ্যে দমন করার ক্ষেত্রে কোনও কাজই করেনি সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি। আর ভবিষ্যৎতেও তারা যে তৎপর হবে তার কোনও আশাই নেই। আফস্পা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় এলে আফস্পা প্রত্যাহার করার কথা বলছে কংগ্রেস। এর থেকেই প্রমাণিত যে কংগ্রেস জঙ্গিদের হাত শক্ত করে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দিতে চাইছে।

সন্ত্রাসবাদ দমনে বিজেপি যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ নিয়ে চলেছে, তা স্পষ্ট করে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আমলে দেশের সুরক্ষা নিয়ে কোনও আপোস করা হয়নি। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ার স্ট্রাইক তারই প্রমাণ। কিন্তু এখনও প্রতিবাশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গিঘাঁটি রয়েছে। তাই সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রক্রিয়া চালানোর জন্য কেন্দ্রে ফের শক্তিশালি সরকার প্রয়োজন, যা একমাত্র বিজেপিই দিতে পারে। ২৩ মে-র পর সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টির জোট যে ভেঙে যাবে এমন দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই জোট গড়ে উঠেছে। জনগণ এই জোটকে বর্জন করেছে। ফল প্রকাশের পরই এই জোট ভেঙে যাবে।

কেন্দ্রীয় একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। শৌচাগার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ সহ একাধিক উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভয়াবহ আগুন ভোররাতে আতঙ্ক

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): ভোররাতে আগুন-আতঙ্ক মুম্বইয়ের গোরেগাঁও-এর কামা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে। মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ গোরেগাঁও-এর কামা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১২ ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, ভোররাত তখন ২.৩০ মিনিট হবে, আচমকাই ভয়াবহ আগুন লাগে গোরেগাঁও-এর কামা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান, ভোররাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলতে আগুন। আপাতত আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। পদস্থ এক দমকল

ছয়ের পাতায়

ভোট মিটতেই হিংসা শুরু বীরভূম জেলাজুড়ে : মারধর দেদার বোমাবাজি

বোলপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হানাহানিতে। কোথায় মারধর, তো আবার কোথাও দেদার বোমাবাজি। আহত অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কোথাও অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে, কোথাও আবার কাঠগড়ায় বিজেপি। হিংসায় ক্ষতির সম্মুখীন সাধারণ সমর্থক-কর্মীরা। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা নামতেই সিউড়ির পাশের কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাসপাই গ্রামে শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় ডিএসপি ডিএনটি অভিষেক মন্ডলের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয় একজনকে। অনুব্রত মণ্ডলের খাস তালুক বোলপুর লোকসভা একলাতেও একের পর মার খেতে থাকে তৃণমূল কর্মীদের। সেখানে আহত অবস্থায় তিন তৃণমূলকর্মী সিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। প্রথম হিংসার ঘটনা ঘটে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত রূপপুরে। সেখানে বৈদ্যনাথ দাস ও লিলা দাস বৌরাগ্য নামে দুই তৃণমূলকর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রণব কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। এই প্রণব কুণ্ডু বিজেপি কর্মী নামে এলাকায় পরিচিত। পরিবারের অভিযোগ, সোমবার ভোটগ্রহণ শেষে বাড়ি ফেরার সময় বৈদ্যনাথ বাবুর উপর হামলা চালায় হয়, তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার স্ত্রী লিলা দাস বৌরাগ্যকেও মারধর করা হয়। গুরুতর অবস্থা বৈদ্যনাথ বাবুকে সোমবার রাতেই সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের বাড়ি শান্তিনিকেতন থানার রূপপুর। দ্বিতীয় ঘটনা, বোলপুরের রজতপুরে। মাখন সেখ, মুতাহার সেখ নামে দুই তৃণমূলের কর্মীকে মারধর করা হয়। তাদের সিয়ান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। যদিও,স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বৃহস্পতিবার 'সত্যজিৎ একাই একশো'

কলকাতা,৩০ এপ্রিল(হি.স.) : ভূতের রাজা আর নেই, নেই তার সৃষ্টিকর্তাওউ তবে, সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি 'গুপি গাইন বাঘা বইন' আজও বাঙালির মনে অমলিনউ 'গুপি গাইন বাঘা বইন'-এর ৫০ বছর পূর্তি ও সত্যজিত রায়ের ৯৮ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার ২ মে প্রিয়া সিনেমা হলে হবে আলোচনা চক্র 'সত্যজিত একাই একশো' ।

টলিউডের খ্যাতনামা পরিচালক থেকে শিল্পীরা 'সত্যজিৎ একাই একশো' এই আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন। গৌতম ঘোষ থেকে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, থাকছেন সন্দীপ রায়ও

ছয়ের পাতায়

ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে 'ফণী' : ৩ ও ৪ মে ওডিশা উপকূলে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে আরও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে 'ফণী'উ আগামী ৩৬ ঘন্টায় আরও শক্তি বাড়বে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-রউ ১ মে (বুধবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে 'ফণী'উ এরপর ধীরে ধীরে ওডিশা উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে 'ফণী'উ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৩ ও ৪ মে ওডিশা উপকূল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেউ ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের পাশাপাশি ৩ ও ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ওডিশায় 'ফণী'-র আগমণী প্রসঙ্গে ওডিশার স্পেশ্যাল রিলিফ কমিশনার বিষ্ণুপদ সেঠি জানিয়েছেন, 'আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৩ মে পুরী জেলার ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়উ সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সতর্ক করা হয়েছেউ সমস্ত ঘূর্ণিঝড় সেন্টার প্রস্তুত রয়েছেউ ওডিশার স্পেশ্যাল রিলিফ কমিশনার আরও জানিয়েছেন, 'তল্লাশি এবং উদ্ধারকাজের জন্য, এনডিআরএফ-এর ১২টি ইউনিট এবং ওডিআরএএফ-এর ২০টি প্রস্তুত রয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত গরমে ওষ্ঠাগত বঙ্গবাসীর প্রাণউ এই পরস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রভাবে দুর্যোগের মধ্যে পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিয়উ আইএমডি জানিয়েছে, ৩ ও ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছেউ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেউ একইসঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভূমিকম্পের আভাস দেবে ঝিঁঝিঁপোকা

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারির একটি হল মেক্সিকো। ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পাওয়ার জন্য ১৯৯১ সালে মেক্সিকোতে চালু করা হয় স্যাসমেক্স ফ্যাসিলিটি যা ভূগর্ভে স্থাপন করা বিভিন্ন সেন্সর থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ভূমিকম্পের আগামবার্তা প্রদান করবে। চড়া মূল্যের কারণে অধিকাংশ মানুষেরই নাগালের বাইরে এই প্রযুক্তি। তবে সম্প্রতি আন্দ্রেজ মেইরা নামক একজন প্রযুক্তিবিদ সর্বসাধারণের হাতে এই সেবা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেইরা জানিয়েছে স্থানীয় কিছু প্রকৌশলী এবং সিলিকন ভ্যালিভিত্তিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মিলে 'স্যাসমেক্স' প্রযুক্তি জনসাধারণের জন্য নিয়ে আহা সম্ভব। মেক্সিকো সিটিতে ১৯৮৫ সালে ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্পে ১০ হাজার লোক মারা যাওয়ার পর থেকেই ১২২ মিলিয়ন বাসিন্দার ল্যাটিন আমেরিকান দেশটি ভূমিকম্পের বার্তা পাওার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যেই ১৯৯১ সালে চালু করা হয় স্যাসমেক্স ফ্যাসিলিটি যা মেক্সিকান উপকূলে বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ ফাটলে স্থাপন করা সেন্সর ডেটা সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করে। সতর্কবাণী প্রচারকারী গ্রাহকযন্ত্রগুলো স্থাপন করা হয়েছে দেশটির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে যার মধ্যে রয়েছে রাজধানী মেক্সিকো সিটি এবং অ্যাকাপুলকো। গ্রাহকযন্ত্রগুলো ভূমিকম্পের কোনো সংকেত পাওয়ামাত্রই আশপাশের মানুষজনকে সতর্ক করে দেবে। যার মাধ্যমে মানুষ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার আগেই মূল্যবান কিছু সময় হাতে পাবে। কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে এই গ্রাহকযন্ত্র কেনা সম্ভব নয়। একটি রিসিভার সেটের মূল্য প্রায় ৩৩০ ডলার যা অধিকাংশ মেক্সিকান অধিবাসীর জন্য বিলাসিতার সমতুল্য। স্থানীয় প্রযুক্তিবিদ আন্দ্রেজ মেইরা মনে করেন ভূমিকম্পের সতর্কবাণী সবার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১০ সালের হাইতির ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষদর্শী মেইরা বলেন, মেক্সিকোর মত ভূমিকম্প প্রবণ জায়গায় না থেকে এর থেকে ভয়াবহতা সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। স্প্যানিশ শবদ গ্রিলো বাংলায় অর্থ ঝিঝি পোকা। মেইরার উদ্ভাবিত ৫০ ডলার মূল্যের সতর্কবার্তা প্রদানকারী ডিভাইসটির নাম রাখা হয়েছে গ্রিলো। টেবিল ঘড়ির মতো দেখতে ডিভাইসটির কাজ হচ্ছে স্যামসেক্স এর ব্যবহৃত বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। ভূমিকম্পের কোনো সংকেত পেলে জোরাল শব্দের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করবে ডিভাইসটি। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিও থাকবে এর সঙ্গে। মূল্যের ব্যাপার ডিভাইসটি অধিকাংশ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে বলেই মনে করেন মেইরা। তবে কেবল বিপদের আগামবার্তা দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট নয়। বিপদসংকেত পাওয়ার পরেও সঠিক কাজটি করার জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া মেক্সিকোতে এমন অনেক মানুষ আছেন, ৫০ ডলার মূল্যের গ্রিলো যাদের সামর্থ্যের বাইরে। এসব সমস্যার সমাধানই পরবর্তী লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন গ্রিলোর উদ্ভাবক আন্দ্রেজ মেইরা।

এবার নাস্টারের চোখ সূর্যের দিকে

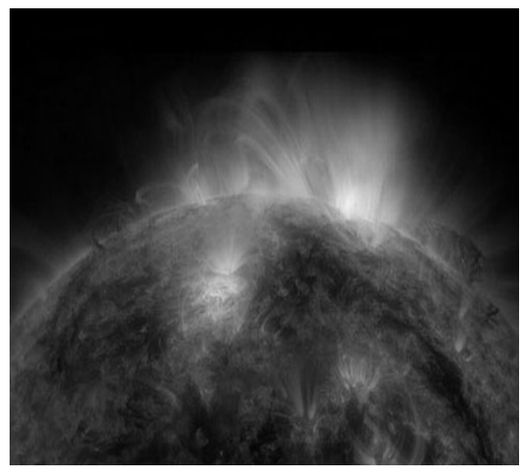

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা নিউক্লিয়ার স্পেকট্রোস্কোপিক টেলিস্কোপিক (নস্টার) এখন সূর্যের দিকে লক্ষ্য স্থির করেছে। নাসা একটি মহাকাশে পাঠিয়েছিল ২০১২ সালে। উচ্চক্ষমতা এক্স-রে ব্যবহার করে নাস্টারের তোলা ছবিগুলো সূর্য নিয়ে অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বিবিসি জানিয়েছে, নিজের মূল মিশনে কৃষ্ণ গহ্বর ঘূর্ণনের গতি পরিমাপ করেছে নাস্টার। এরপর সূর্যের ছবি তুলে নাস্টার প্রমাণ করেছে, সূর্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেও সক্ষম এটি। টানা কয়েক দশক ধরে গবেষণার পরও সূর্যের বায়ুমণ্ডলে এর পৃষ্ঠের তুলনায় বেশি উত্তপ্ত তা জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নাস্টারের তোলা ছবি থেকে ওই রহস্যের সমাধান হতে পারে বলে আশা করছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। ২০১৬ সাল পর্যন্ত সূর্যের উপর দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি দূরের কৃষ্ণ গহ্বর আর তারকা মণ্ডলী বিষয়ে গবেষণায়ও ব্যবহৃত হবে নাস্টার।

বুলেটপ্রুফ বর্মে গ্রাফিন সম্ভাবনা

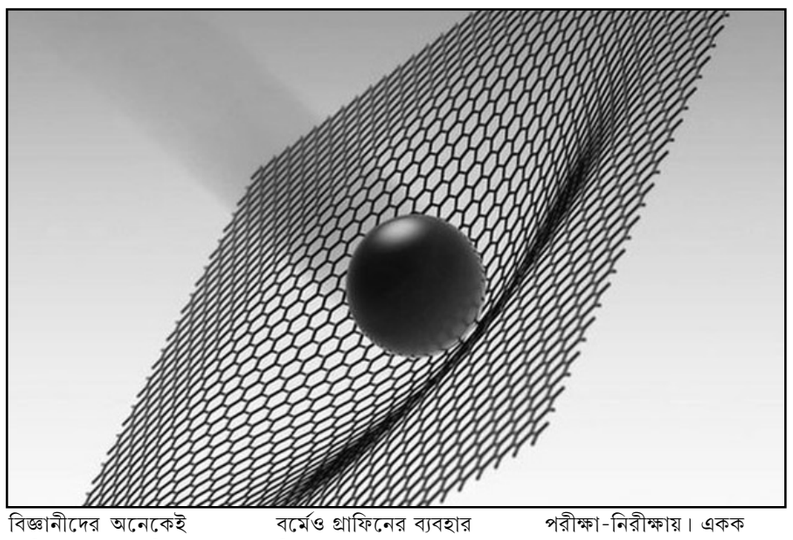

বিজ্ঞানীদের অনেকেই গ্রাফিনকে আখ্যা দিয়ে থাকেন ওয়ান্ডার ম্যাটিরিয়াল হিসেবে। এবার বুলেটপ্রুফ বর্মেও গ্রাফিনের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন মার্কিন গবেষকরা। সাফল্য মিলেছে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। একক অ্যাটম মৌচাকের আদলে সাজিয়ে তৈরি হয় গ্রাফিন শিট। এটা একদমই হালকা, পাতলা, নমনীয় কিন্তু একই সঙ্গে দৃঢ়। বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় গ্রাফিন শিট। গ্রাফিন শিটের বদৌলতে প্রযুক্তিপণ্যের বাজার আমূল পাল্টে যেতে পারে বলে মনে করেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। এক প্রতিবেদনে সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বুলেটপ্রুফ বর্মে গ্রাফিনের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে গ্রাফিন শিটে মাইক্রোবুলেট ছুড়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর্মহেস্টে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসের বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল প্রচলিত ইস্পাতের তুলনায় আট থেকে দশগুণ বেশি ধাক্কা সহ্য করতে পারে গ্রাফিন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষে মানবজাতির ধ্বংস দেখছে হকিং

মানুষের সমকক্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমত্তার যন্ত্র তৈরির চেষ্টা শেষ পর্যন্ত পুরো মানবজাতির অস্তিত্বের সংকটে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ব্রিটিশ এই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) পূর্ণ অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত মানবজাতির সমাপ্তি ডেকে আনতে পারে। অ্যামায়োট্রোফিক লেটারাল স্কেরোসিস নামে স্নায়ুতন্ত্রের এক জটিল রোগে (মোটর নিউরন) আক্রান্ত হকিংয়ের দেহের বেশিরভাগটাই আসার। ফলে যন্ত্রের সহায়তা নিয়ে তাকে কথা বলতে হয়, করতে হয় লেখালেখি। ইন্টেলের তৈরি সেই যন্ত্রও চলে প্রাথমিক স্তরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়। ওই যন্ত্রের নতুন সংস্করণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবেই বিবিসিকে মানবজাতিকে নিয়ে নিজের শঙ্কার কথা বলেন বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানী। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথমদিকের যন্ত্রগুলোর যে উন্নয়নের এ যাবৎকালে হয়েছে সেগুলোর উপযোগিতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। কিন্তু মানুষের সমান বা বেশি বুদ্ধিমত্তার যন্ত্র তৈরি করা গেলে তার ফল কতোটা ভাল হবে তা নিয়েই তিনি সন্দিহান। এরা নিজেরাই নিজেদের কর্তৃত্ব নেবে। আর নিজেদের আরও বদলে নিয়ে দ্রুত সংখ্যা বাড়াবে তারা। সেই তুলনায় জৈব বিবর্তনের গতি অনেকটাই ধীর বলে মানুষ প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না, পিছিয়ে পড়বে। হকিংয়ের মতো শঙ্কা এর আগেও অনেক প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধিমান যন্ত্র শিগগিরই মানুষের অনেক কাজের দায়িত্ব নেবে এবং এরফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে বলে তাদের ধারণা। স্টিফেন হকিং ইন্টারনেটের ভালো মন্দ নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, ইন্টারনেট এখন সন্ত্রাসীদের অন্যতম কমান্ড সেন্টার হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, হুমকি (সন্ত্রাসীদের) মোকাবিলায় ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর আরও অনেক কিছু করা উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীনতায় ছাড় না দিয়ে তা করাই হলো মূল সমস্যা।

পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের কেন্দ্রে আরেকটি মণ্ডল আছে

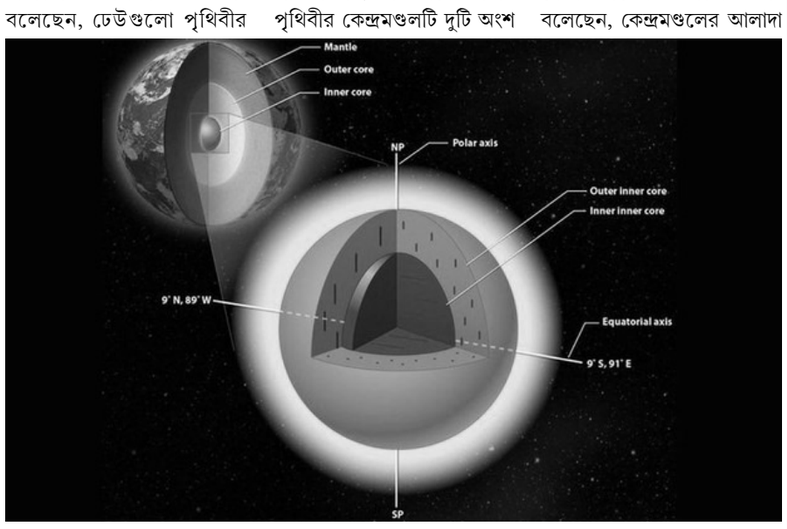

পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের অংশে কী আছে তা উদ্‌ঘাটনের সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি করেছেন চিন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলবার বিবিসি জানিয়েছে, দেশ দুটির এই গবেষকরা বলেছেন, আমাদের গ্রহের সবচেয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আরেকটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আরেকটি কেন্দ্রীয় অংশ আছে, কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরে আছে আরেকটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় অঞ্চল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওই সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লৌহ ক্রিস্টালগুলো কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের দিকে থাকা লৌহ ক্রিস্টালগুলো থেকে আলাদারকমের। সম্প্রতি নেচার জিওয়ায়েন্সে তাদের এসব আবিষ্কারের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ খুড়ে হৃদয় অবধি যেতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই থাকতে হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ভূমিকম্পের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করেই কেন্দ্রমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা করতে হবে। আমাদের গ্রহ অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় ভূমিকম্পের ঢেউগুলোতে ঘটা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে ওই স্তরগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিয়াওডং সং বলেছেন, ঢেউগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে একপাশে বাড়ি খেয়ে অন্যপাশে যায়, আবার ওই পাশে বাড়ি খেয়ে অন্যপাশে যায়, এভাবে চলতে থাকে। অধ্যাপক শিয়াওডং সং বলেছেন, ঢেউগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরের একপাশে বাড়ি খেয়ে অন্যপাশে যায়, আবার ওই পাশে বাড়ি খেয়ে অন্যপাশে যায়, এভাবে চলতে থাকে। অধ্যাপক সং ও তার চিনে থাকা সহকর্মীরা জানিয়েছেন, এসব ঢেউগুলো বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্যগুলো থেকে এই ধারণা পাওয়া যায়, প্রায় চাঁদের সমান পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। ভূমিকম্পের ঢেউ থেকে পাওয়া তথ্য ধারণা দিয়েছে, কেন্দ্রমণ্ডলের কেন্দ্রমণ্ডলটির ক্রিস্টালগুলো পূর্ব-পশ্চিম মুখি সজ্জায় থেকে কিনারাগুলোতে কিছুটা বেঁকে আছে উত্তর মেরুর উপর থেকে পৃথিবীর ভিতরের দিকে তাকানো সম্ভব হলে এমনটি দেখা যাবে। অপরদিকে কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের মণ্ডলটিতে ক্রিস্টালগুলো উত্তর-দক্ষিণ মুখে সজ্জিত হয়ে আছে, ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ভিতরে দিকে তাকালে দেখা যাবে। অধ্যাপক সং বলেছেন, কেন্দ্রমণ্ডলের আলাদা আলাদা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন গঠন আবিষ্কার আমাদের পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের বিষয়ের কিছু অজানা অংশ উদঘাটন করতে পারে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ৫,০০০ কিমি গভীরে কেন্দ্রমণ্ডল শুরু হয়েছে। একশ কোটি বছর আগে এই কেন্দ্রমণ্ডলটি আকার পেতে শুরু করে। প্রতি বছর সবচেয়ে ভারী ধাতু দিয়ে গড়া এই মণ্ডলটির আয়তন দশমিক ৫ মিমি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রস্তুত নাসার ওরিয়ন স্পেসশিপ

বৃহস্পতিবার মহাকাশ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শেষ নাসার নতুন ওরিয়ন মহাকাশযানের। অভিযানে পৃথিবীকে ঘিরে দুবার চক্কর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়বে ওরিয়ন। তবে এর মানে এই নয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরেই শেষ হবে ওরিয়ন অধ্যায়। বৃহস্পতিবার অভিযান কেবলই টেস্ট ফ্লাইট, মূল লক্ষ মঙ্গল। সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকেই নাসার স্বর্ণযুগের অ্যাপলো মিশনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ওরিয়ন। বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডার কেপ ক্যানেভেরাল থেকে স্থানীয় সময় সকাল ৭ টা ৫ মিনিটে প্রথম টেস্ট ফ্লাইট যাত্রা শুরু হবে ওরিয়নের। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ৬ শ মাইনল উচ্চতায় পৌঁছে পৃথিবীকে ঘিরে দুবার চক্কর দেবে নাসার নতুন মহাকাশযানটি। প্রথম অভিযানে ওরিয়নে থাকচে কোনো নভোচারী। তবে নতুন মহাকাশযানটির বদৌলতে স্পেস রেসে পিছিয়ে পড়া নাসা হারানো গতি ফিরে পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে সিন এন এন। টানা ২১ দিনের মিশনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে ওরিয়ন। ৪ থেকে ৬ জন নভোচারী বহন করতে পাবে মহাকাশযানটি। সরাসরি তুলনা করলে নভোচারী বহনের ক্ষমতা আর মিশনের সর্বোচ্চ সময়ের হিসেবে অ্যাপলো ক্যাসুলের থেকে দ্বিগুণ ক্ষমতাধর ওরিয়ন।

মঙ্গলে অপারচুনিটির ম্যারাথন পার

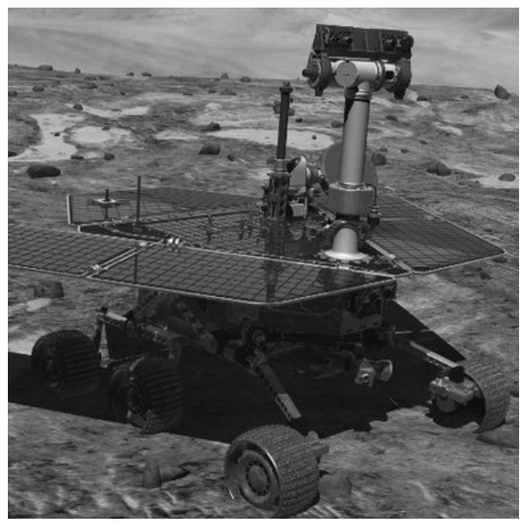

পৃথিবীর বাইরে কোনো পৃষ্ঠ সবচেয়ে বেশি দূরত্ব ভ্রমণের রেকর্ড গড়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মহাকাশ যান অপারচুনিটি। সম্প্রতি মহাকাশযানটি মঙ্গলপৃষ্ঠে ৪২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে যা ম্যারাথনের দূরত্বের প্রায় সমান। এ দূরত্ব অতিক্রম করতে যানটির সময় লেগেছে ১১ বছর ২ মাস।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এই প্রথমবার কোনো মহাকাশযান ম্যারাথনের দূরত্ব অতিক্রম করল। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবটরেটরির অপারচুনিটি প্রজেক্ট প্রধান জন ক্যালস বলেন, এই প্রথমবার মানুষের তৈরি কোনো যান পৃথিবীর বাইরের কোনো পৃষ্ঠে ম্যারাথনের দূরত্ব অতিক্রম করল।

এর পৃথিবীর বাইরে কোনো পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রমের রেকর্ড ছিল রাশিয়ান মহাকাশযান লুনোখাদ২ এর দখলে। এবার ওই রেকর্ড ভেঙ্গে তালিকার শীর্ষে এলো অপারচুনিটি। অপারচুনিটি মিশনের প্রধান গবেষক যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্টিভ স্কুয়েরেস বলেন, এ মিশনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ দূরত্ব রেকর্ড গড়া না হলেও মঙ্গলপৃষ্ঠে ম্যারাথন দূরত্ব অতিক্রম করা অবশ্যই বড় কিছু। ২০০৪ সালে ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলে অভিযান শুরু করে অপারচুনিটি।

উড়োজাহাজে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি

প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (ভিআর) হেডসেটের মাধ্যমে কনটেন্ট দেখানোর সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পরিবহণ সংস্থা কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজ লিমিটেড। যাত্রীদের জন্য কোনো এয়ারলাইনের ভিআর সেবার এটাই প্রথম ঘটনা। বিবিসি জানিয়েছে, প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের ভার্চুয়াল রিয়ালিটি প্রযুক্তি সেবা দিতে দক্ষিণ কোরিয়ার ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট স্যামসাংয়ের সঙ্গে জোট বেঁধেছে কোয়ান্টাস। তবে ভিআর হেডসেটগুলো যথেষ্ট পরিমাণে কনটেন্ট পাওয়া যাবে কি না, যাত্রীদের উপর প্রভাব কেমন পড়বে এই বিষয়গুলো নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা। এ ব্যাপারে কোয়ান্টাসের বক্তব্য ব্যবহারকারীরা এ ৩৮০ উড়োজাহাজের অবতরণ বা লস অ্যাঞ্জেলসের প্রথম শ্রেণির লাউঞ্জের অভিজ্ঞতা যেটাই পেতে চান না কেন, এই প্রযুক্তি আমাদের ক্রেতা ভোক্তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় নতুন রাস্তা তৈরি করে দেবে।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে দলের এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিধানসভার উপ নির্বাচনে দার্জিলিংয়ে তৃণমূলের সভানেত্রী সারদা সুব্বা রাই মনোনয়ন জমা দিলেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে

দার্জিলিং, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : বিধানসভার উপ নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্রে তাঁর দাঁড়ানোর কথা ছিল তৃণমূলের হয়েঊ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিলেন নির্দল প্রার্থী হয়ে ঊ তিনি পাহাড় তৃণমূলের সভানেত্রী সারদা সুব্বা রাই ঊ তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "তৃণমূল বিনয়কে সমর্থন করেছে ঊ" বিনয়ের বিরুদ্ধে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তাঁর অবশ্য দাবি তিনি এখনও তিনি দলের অনুগামী।

এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে সারদা বলেন, ধ্রু'পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম চলছে। ভলান্টিয়র শিক্ষকরা ভুয়ো কাগজ তৈরি করে শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন। মোর্চার বিনয়পন্থী গোষ্ঠীর কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন কাজে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না।ধ্রু' বিনয় তামাঙের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ধ্রু'১০৫ দিন পাহাড় বনধ আন্দোলনের সময় যার অন্যতম ভূমিকা ছিল, তিনিই এবার উপ নির্বাচনে কেন্দ্রের প্রার্থী। তাই পাহাড়ের মানুষ বিনয়কে ভোট দেবে না।ধ্রু' মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে সারদার সাফাই দলের পথেই চলছেন তিনি। পাহাড়ের পুরোনো তৃণমূল নেত্রী হওয়ায় দল থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগও করতে চান না তিনি। তবে দল কোনও ব্যবস্থা নিলে তখন মেনে নিতে হবে। বিষয়টি মমতা বন্দোপাধ্যায় বুঝবেন বলেও আশাবাদী তিনি।বিনয় তামাং নির্দল প্রার্থী। তৃণমূলের প্রতীকে প্রার্থী হননি। তৃণমূল তাঁকে সমর্থন করেছে মাত্র। বিনয় প্রার্থী হলেও জিততে পারবেন না, সেই কথা বুঝতে পেরেই প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সারদা। তবে বিষয়টি ভালভাবে নেয়নি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিনয় শিবির। বিনয় তামাং অবশ্য আগেই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। গতকাল বিজেপি-জেএনএলএফ-বিমলপন্থি জোটের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা করেন নিরোজ জিম্বা। পাশাপাশি আরও আটজন মনোনয়ন পত্র জমা করেন।

দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপিকে জেতানোর আবেদন গুরুংয়ের

দার্জিলিং, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপিকে জেতানোর আবেদন জানান বিমল গুরুং। মঙ্গলবার প্রকাশিত এক ভিডিওর মাধ্যমে জনগনের কাছে এই বার্তা পাঠান তিনি ঊ একইসঙ্গে এদিন তিনি রাজ্য তথা বিনয়দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ারও আবেদন জানান। যদিও এদিন এই ভিডিওটিতে রাজেন মুখিয়া, সারদা রাইয়ের মতো কয়েকজন তৃণমূল নেতা-নেত্রীর প্রশংসা করতে দেখা যায় তাকে । এদিনের ভিডিওটিতে বিজেপি প্রার্থী নিরোজ জিম্বাকে ভোট দেওয়ার জন্য জনগনের কাছে আবেদন রাখেন বিমল গুরুং ঊ এর সঙ্গেই এদিন বিনয় তামাং ও অনিত থাপা প্রসঙ্গে সমলোচনা করতে দেখা যায় তাকে ঊ গুরুং বলেন, 'বিনয় তামাং ও অনিত থাপা পাহাড়কে বিক্রি করে দিয়েছেন। পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তার।' এরপরেই এদিন এই দুই নেতাকে সরাসরি আক্রমণ করে গুরুং ঊ তিনি বলেন, 'কুকুরের নামও যেন কেউ বিনয়-অনিত না রাখেন।উল্লেখ্য, ২০১৭-র জুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দার্জিলিং। বিমল গুরুং ও রোশন গিরিদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় দায়ের হয় অভিযোগ। তখন থেকেই বিমল গুরুং বা রোশন গিরি, কাউকে-ই আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এরপর পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক জল গড়ায়। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বের রাশ উঠে আসে বিনয় তামাং ও অনীক থাপার হাতে। এরপর ২০১৭-র অক্টোবরে এসআই অমিতাভ মালিক হত্যায় সরাসরি বিমল গুরুং ও রোশন গিরিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাদের খোঁজে একাধিক জায়গায় হানা দেয় পুলিশ। সেইসময় গুরুং ঘনিষ্ঠ বেশকিছু নেতা পুলিশের জালে ধরা পড়েন। বেশ কয়েকজন চলে আসে বিনয় তামাং শিবিরে। সেইসময় থেকেই অজ্ঞাতবাসে চলে যান বিমল গুরুং ও রোশন গিরি। তাঁদের সঙ্গেই অজ্ঞাতবাসে চলে যান গুরুং ঘনিষ্ঠ বেশকিছু নেতানেত্রীও।

এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া- রাহুলের নাগরিকত্ব নিয়ে রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই অস্বস্তিতে রাহুল গান্ধী। বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কয়েক বছর ধরেই বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করে আসছেন যে রাহুল গান্ধী ব্রিটিশ নাগরিক। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নাগরিকত্ব বিভাগের অধিকর্তা বিসি জোশি মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে নোটিস পাঠিয়েছেন রাহুলকে। এ প্রসঙ্গে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং বললেন, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত, বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়ে নোটিশ দিয়েছেন। রাহুল গান্ধীকে পনেরো দিনের মধ্যে এই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, 'সুব্রহ্মণ্যম স্বামী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ব্যাকপস লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন হয়। তার ঠিকানা দেওয়া হয় ৫১ সাউথ গেট স্ট্রিট, ইউঞ্চেস্টার, হ্যাম্পশায়ার ছঞ্জ২৩ ৯। বলা হয়েছে, এই কোম্পানির অন্যতম অধিকর্তা ও সেক্রেটারি আপনি।' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, অভিযোগে জানানো হয়েছে, ওই কোম্পানির ছয়ের পাতায়

রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে গেলে প্রমাণ দিতে হবে : সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স): রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে গেলে সিবিআইকে যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে বলে মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর সেই প্রমাণ আগামীকাল বুধবারই দিতে হবে বলে জানিয়ে দেয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত এবং বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার ডিভিশন বেঞ্চ। সারদা কাণ্ডে তদন্তের জন্য কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার জন্য মঙ্গলবার সকালে আবেদন জানায় সিবিআই। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পেশ করা প্রমাণে আদালত সন্তুষ্ট হলে তবেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতারের নির্দেশ নিয়ে ভাববে আদালত। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, হেফাজতে নিয়ে রাজীব কুমারকে তাঁরা জেরা করতে চায় সিবিআই। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট এবং জেরায় অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা। আদালত এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিলের নির্দেশ দেয়। সিবিআইয়ের তরফে বলা হয় বুধবার সমস্ত প্রমাণ তাঁরা দেবেন। বিচারপতি জানিয়েছেন, আগামীকাল, বুধবার সিবিআই সেই প্রমাণ দিলে ফের শুনানি হবে এই মামলার।

এদিনের শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতে জানান, জেরায় দেবযানী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সারদা সংস্থায় একটা ক্যাশবুকে হিসাব রাখা হত। তা ছাড়া একটা ডায়েরিও ছিল। কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তা সেটিতে লেখা ছিল। হয় সেই ক্যাশবুক বা ডায়েরি রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম বা এসআইটি বাজেয়াপ্ত করেনি। বা সেটি বাজেয়াপ্ত করলেও সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়নি।

বিচারপতিরা এদিন জানতে চান, বিধাননগরের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষ কি কখনও বলেছেন যে রাজীব কুমারের নির্দেশেই তিনি যাবতীয় পদক্ষেপ করেছিলেন। অথবা কোনও তদন্তকারী অফিসার কি সে রকম কোনও জবানবন্দি দিয়েছেন। যা থেকে প্রমাণ করা যায় যে তথ্য প্রমাণ লোপাটের নেপথ্যে রাজীব কুমারের ডায়রেক্ট লিঙ্ক ছিল।

এদিন শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বারবার বলেন, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি আদালত দিতেই পারে। এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে সিবিআইকে। তখন তুষার মেহতা বলেন, আজই এ ব্যাপারে সমস্ত তথ্য প্রমাণ আনার ব্যবস্থা করছি। কাল বুধবার আদালতে পেশ করা হবে। সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই কেন তৎকালীন কলকাতার নগরপাল ছয়ের পাতায়

বাবার বিকৃত কামের খেসারত দিতে হল ছেলেকে

ভাঙড়, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : ভাঙড়ের কাশিপুর থানা এলাকায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা চাঞ্চল্যকর মোড় নিল। পুলিশ সূত্রে খবর বাবার বিকৃত কামের জেরে খুন হতে হপলছে ওই শিশু। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের কাশিপুর থানার কাঠালিয়া এলাকার ঘটনা।

সোমবার বিকাল থেকে নিখোঁজ ছিল ওই গ্রামের শাজাহান মোল্লার বছর পাঁচেকের ছেলে সাকিব মোল্লা। গভীর রাতে তার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা শরিফুল মোল্লাকে অভিযুক্ত দাবী করে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয়রা। এরই পাশাপাশি তার বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা।

খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ছিল অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে শাজাহান মোল্লার ব্যাগের কারখানাতে কাজ করত। কয়েকদিন হচ্ছে তাকে অন্য কাজ খুঁজে নিতে বলেছিল শাজাহান মোল্লা। ফলে শরিফুলের কাজ চলে যায়। প্রায় দশ বছর কাজ করার পর কাজ চলে যাওয়ার রাগেই সাকিব মোল্লা কে খুন করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে এমন ঘটনা উঠে আসলেও অভিযুক্ত শরিফুল মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ যখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তখনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে।

পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় শাহজাহান মোল্লা ও শরিফুল মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক করতেন। শাজাহান মোল্লা ইদানিং শরিফুল মোল্লার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইছিলেন না। শাহজান মোল্লা আতঙ্কে ছিলেন তাদের এই বিকৃত কামের ঘটনা লোক সমাজে চলে আসলে সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না তিনি। সেই কারণেই শারীরিক সম্পর্কে না করে দেয় সে। শরিফুল মোল্লা কয়েকদিন ধরেই শারীরিক সম্পর্কের জন্য জোর দিচ্ছিল বলে জানা গেছে। শাহাজান মোল্লা রাজি না হওয়ায় তার ছেলেকে খুন করে। শাজাহান মোল্লাকে শাস্তি দিতেই তার ছেলেকে খুন করেছে বলে জেরায় স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত যুবক। এই ঘটনা সামনে আশায় চোখ কপালে ওঠার জোগাড় তদন্তকারী অফিসারদের। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে বলে দাবি তদন্তকারী অফিসারদের।

এদিকে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার দুপুরেও অভিযুক্তের বাড়িতে একপ্রস্থ ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। তবে পুলিশ সূত্রে খবর মৃত সাকিবের বাবা শাজাহান মোল্লা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে যে টাকার লেনদেন এর জন্যই তার ছেলেকে খুন করেছে শরিফুল। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশের রাজধানীতে পুলিশের ওপর বোমা হামলা, দায় স্বীকার করল আইএস

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা গুলিস্তানে হামলার দায় স্বীকার করল মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। আইএস-এর দাবি, সোমবার রাতে তাদের যোদ্ধারাই এ হামলা চালিয়েছে। জঙ্গি সংগঠন পর্যবেক্ষণকারী 'সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ', নামে ওয়েবসাইটে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আইএসের গতিবিধি বিশ্লেষক রিটা কাটজ মঙ্গলবার ভোরে এক টুইট বার্তায়ও এমনটি জানিয়েছেন। রিটা কাটজ তার টুইট বার্তায় লেখেন, বাংলাদেশে হামলা চালানোর দাবি করেছে আইএস। আইএস-এর বক্তব্য দাবি করে এর একটি স্ক্রিনশটও রিটা কাটজ টুইটারে দিয়েছেন। এছাড়া জাপান টাইমসের এক খবরে বলা হয়েছে, প্রায় দুই বছর পর আইএস বাংলাদেশে আবার হামলা চালানোর দাবি করেছে। আইএসের দাবি, তারা বাংলাদেশে একদল পুলিশের ওপর 'বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ' ঘটিয়ে হামলা চালিয়েছে। হামলায় তিন জন পুলিশ আহত হয়েছে বলে আইএস-এর দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। গুলশানের হলি আর্টিজান হামলায় পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে সংঘটিত কোনও হামলায় আইএস- এর দায় স্বীকারের খবর পাওয়া গেল।

রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় গতকাল রাত আটটার দিকে ককটেল (বোমা) হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। বঙ্গবন্ধু শপিং কমপ্লেক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ওই এলাকায় দুই মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা রহস্যজনক। এ ছাড়া ঘটনার সময় ওই এলাকার আহাদ পুলিশ বক্স লক্ষ্য করেও বোমা হামলা চালানো হয়। পুলিশের ওপর যেখানে হামলা চালানো হয়েছে, সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। আহতরা হলেন, ট্রাফিক কনস্টেবল নজরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ লিটন এবং কমিউনিটি পুলিশ মোহাম্মদ আশিক। তাদেরকে প্রথমে রাজারবাগ পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া বলেছেন, রাজধানীর গুলিস্তানে পুলিশের ওপর বিস্ফোরণ ঘটানো ককটেলটি মোটেই সাধারণ ছিল না, এটি বেশ শক্তিশালী ছিল। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে গিয়ে সেখানে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশের মতিঝিল জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) বজলুর রহমান বলেছেন, তারা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর দায়িত্বে ছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে একটি ককটেল হামলা চালানো হয়। পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে নজরুলের মাথায়, লিটন ও আশিকের পিঠে আঘাত রয়েছে। নজরুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরপরই থানা পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশ ও র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) এবং সিআইডির টিম সেখানে ছুটে যান। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘেরাও করে রেখেছে। বোমা ডিসপোজাল ইউনিটকেও ডাকা হয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলের আশপাশের ভিডিও ফুটেজ জব্দ করে অপরাধীদের ছবি শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। মালয়েশীয় সংবাদমাধ্যম স্ট্রেইট টাইমসের এক প্রতিবেদনে সাইট ইন্টেলিজেন্সের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে পুলিশের ওপর হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস। ওই জঙ্গিগোষ্ঠীর দাবি, ঢাকায় তারা একদল পুলিশ সদস্যের ওপর বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

দুই বছরেরও বেশি সময় আগে গুলশানের হলি আর্টিজান হামলার দায় স্বীকার করেছিল আইএস। দুনিয়াজুড়ে আলোড়ন তৈরি করা ওই হামলায় ২০ জনকে হত্যা করে জঙ্গিরা। নিহতদের মধ্যে ৯ জন ইতালি, ৭ জন জাপান, ৩ জন বাংলাদেশ এবং ১ জন ভারতের নাগরিক। এছাড়া জঙ্গিদের হামলায় দুই পুলিশ সদস্যও নিহত হন। সেনাবাহিনীর কমান্ডো অভিযানে পাঁচ হামলাকারীও নিহত হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়, যাকে পরে ওই রেস্তোরার কর্মচারী হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

মমতার আঙ্গুলি হেলনেই চলছেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক : বিজেপি

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গুলি হেলনেই চলছেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জয় বসু। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে এমন অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

এর আগে বেশ কয়েকবার অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জয় বসুর অপসারণের দাবি তোলে বিজেপি। মুকুল রায় থেকে শুরু করে জয়প্রকাশ মজুমদার, বারবার এব্যাপারে অভিযোগ করেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। আজ তাঁরা দাবি করেন, সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হোক। তাঁদের অভিযোগ, মমতার অঙ্গুলিহেলনেই চলছেন সঞ্জয় বসু।

আজ বিজেপির প্রতিনিধি দল দেখা করে বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক, বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে। দলে ছিলেন মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বাবুল সুপ্রিয়, জয়প্রকাশ মজুমদার এবং শিশির বাজোরিয়া। মূলত গোটা বীরভূম জেলা এবং আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত বারাবনি ও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার সবকটি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায় বিজেপি।

তাঁদের অভিযোগ, সেখানে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। যদিও, বৈঠকের পর সেকথা স্বীকার করেননি মুকুল রায়। তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল এখন সিপিএমের কায়দায় ভোট করাচ্ছে। একটা লোকসভা কেন্দ্রে যদি সাতটি বিধানসভা থাকে, তার মধ্যে পাঁচটি ছেড়ে দিচ্ছে অবাধ নির্বাচনের জন্য আর দু''টিতে চালাচ্ছে সন্ত্রাস। এই স্ট্র্যাটিজিতেই ওই পাঁচটি বিধানসভার ভোট যদি উনিশ বিশও হয় বাকি দুটিতে জয়ের রাস্তা তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে'।

মুকুল রায়ের দাবি, বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর হয়নি। অথচ, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সাংবাদিক বৈঠকে বলে দিলেন বাবুলের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। এটা তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনেই করেছেন যাতে তাঁর সম্মানহানি হয়। পাশ থেকে বাবুল যোগ করেন, 'এর বিরুদ্ধে আমি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় মামলাতেই যাচ্ছি'।

ঘটনা হল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জয় বসু কোনও সাংবাদিক বৈঠকে সরকারিভাবে বলেননি বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যখন মুকুল বলেন, তখন সাংবাদিকরা ভেবেছিল গতকাল প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের ধমক এবং স্বশস্ত্র রক্ষী নিয়ে বুথে ঢোকার জন্য যে এফআইআর হয়েছে সেকথাই বলছেন মুকুল রায়। গতকাল দিনের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে যা জানিয়েছিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। পরে মুকুল রায় জানান, আগের একটি প্রসঙ্গের কথা। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয় বাবুলের বিরুদ্ধে হয়েছে জোড়া এফআইআর। কমিশনের তরফে সরকারিভাবে কেউই জানাননি সেকথা। তাও সংবাদ মাধ্যম দেখেই মুকুল রায় বলেছেন সেই প্রসঙ্গের কথা।

মিথ্যা কংগ্রেসের ডিএনএ-র মধ্যেই রয়েছে, তোপ যোগী আদিত্যনাথের

লখিমপুর খেরি, ৩০ (হি.স.) : পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী জনসভা থেকে একযোগে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, মিথ্যা কংগ্রেসের ডিএনএ-র মধ্যেই রয়েছে।

মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথ বলেন, মিথ্যা কংগ্রেসের ডিএনএ-র মধ্যেই রয়েছে। তারা সব সময় জনগণের প্রতি অবিচার করে এসেছে। ফলে তারা এখন কি করে জনগণকে ন্যায় দেবে। কেন্দ্রে পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনের সঙ্গে যদি কংগ্রেসের ৫৫ বছরের শাসনের তুলনা টানা যায়, তবে পার্থক্যটা সহজেই বোঝা যাবে। এমনকি দুই বছরের উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের সঙ্গে যদি ১৭ বছরের সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টির তুলনা টানা যায় তবে সে ক্ষেত্রেও ফারাকটা সহজেই বোঝা যাবে।

সন্ত্রাসবাদ দমনে বিজেপির সাফল্য তুলে ধরে এবং কংগ্রেসকে বিঁধে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে জওয়ানদের মুণ্ডচ্ছেদ করে জঙ্গিরা নিয়ে যেত। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে জঙ্গি হামলা জওয়ানরা শহিদ হলে পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে জঙ্গিদের খতম করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। দারিদ্র দূরীকরণ ক্ষেত্রে ব্যর্থ কংগ্রেসের জঙ্গিদের বিরিয়ানি খাওয়াতো, কিন্তু মোদী সরকার জঙ্গিদের বুলেট দেয়।

পরিবারতন্ত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি পরিবার থেকে সমাজবাদী পার্টি তৈরি হয়েছে, বহুজন সমাজ পার্টি মানেই পিসি- ছয়ের পাতায়

বালুরঘাটে ২০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার

বালুরঘাট, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার ভোরে বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ভাতশালায় ২০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করল বি এস এফের ১২২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৯০০০ টাকা।

সোমবার রাতে খবর আসে প্রচুর কাফ সিরাপ সহ একদল পাচারকারী বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে। বি এস এফের ১২২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের চার্লি কম্পানি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাচারকারীদের তাড়া করলে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৯০০০ টাকা। বিএসএফের অনুমান, বাংলাদেশে চোরা চালানের উদ্দেশ্যেই কাফ সিরাপগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাজধানীতে আলোহা স্পিড মেথস্ এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সরকারের সাথে সমঝোতা হলে খোলাসা করার আহ্বান জানিয়েছেন মাহমুদুর রহমান মান্না

সুপ্রিম কোর্ট

পাচের পাতার পর

রাজীব কুমারের বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই, সে নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট।

আইনজীবীরা মনে করছেন, কাল তথ্য প্রমাণ নিয়ে ফের আর এক প্রস্ত সওয়াল করবে সিবিআই। তার পর বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার তথা রাজীব কুমারের আইনজীবীদের সওয়াল করার কথা। ফলে রায় ঘোষনার ডেট পরবে আরেক দিন।

সারদা মামলায় রাজ্য সরকার যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করেছিল, তার প্রধান ছিলেন তৎকালীন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। সিবিআইয়ের অভিযোগ, বহু নথি লোপাট হয়ে গেছে। ফোনের কল রেকর্ড বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। তাদের দাবি, এই জাল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তা ছাড়া সুনির্দিষ্ট ভাবে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের অভিযোগ, শিলংয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাবই রাজীব কুমার এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি সহযোগিতা করেননি। তাই, গত ৬ এপ্রিল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে হেফাজতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, তদন্তে সহযোগিতা করেননি রাজীব কুমার। এরপরই ৮ এপ্রিল নোটিশ পাঠিয়ে এই বিষয়ে রাজীব কুমারের জবাব তলব করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সিবিআইয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৩ এপ্রিল আদালতে হলফনামা জমা দেন রাজীব কুমার। সিবিআই হলফনামা দিয়ে রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের উপরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের তরফে প্রত্যুত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এই নির্দেশ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রয়োজনে গ্রেফতারির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে'।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি সারদাকাণ্ডের তদন্তে রাজীব কুমারের বাসভবনে সিবিআই হানা ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। রাজীব কুমারের লাউডন স্ট্রিটের বাংলোয় তাঁকে জেরা করতে গেলে সিবিআই আধিকারিকদের আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ। তারপর সিবিআই অফিসারদের টেনে হিঁচড়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পৌঁছে যান রাজীবকুমারের বাড়িতে। এরপর ধর্মতলায় ধরনায় বসেন রাজ্যের মুখমন্ত্রী। যে ঘটনার পরই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে শিলংয়ে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার। টানা ৫ দিন ধরে রাজীবকুমারকে শিলংয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। রাজ্য সরকারের এফিডেভিটে সারদা মামলার দিনপঞ্জি এবং ঘটনাপ্রবাহ বিস্তারিত উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে রাজীব কুমারকে যথেষ্ট কার্যকারণ ছাড়াই ফাঁসাতে চাইছে সিবিআই। রাজীব কুমারের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শিলংয়ে গিয়ে তিনি পাঁচদিন ৪০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন। পুরো জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের ভিডিও রেকর্ডিংও করা হয়েছে। তা দেখলেই বোঝা যাবে তদন্তকারীদের সঙ্গে সবরকমভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি যখন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার তখন সারদা কাণ্ডের বৈদ্যুতিন তথ্যপ্রমাণের ফরেনসিক অডিটের জন্য বিধাননগর থানাই সেবিকে অনুরোধ জানিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় রাজীব আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কোনও কিছু গোপন করার ইচ্ছে থাকলে, সেবিকে কি অডিটের অনুরোধ করা হত ? সারদাকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ থানায় জমা ছিল। একজন আইপিএস অফিসারের পক্ষে কি সেখান থেকে তথ্য বিকৃত করা সম্ভব ? তদন্তকারী অফিসারদের কথা শুনলেই তো সিবিআই সব জানতে পারবে। তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে বলে মনে করলে সিবিআই কেন আগেই নিম্ন আদালতে যায়নি ? তাঁর অভিযোগ, সিবিআইয়ের হলফনামার বয়ান বারবার পালটে যাওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কাজ করছে সিবিআই। এই অভিযোগের সমর্থনে নাকি মুকুল রায় ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র কথোপকথনের রেকর্ডিং ফাঁস হওয়ার কথাও হলফনামায় বলেছেন রাজীব কুমার। শিলংয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভিডিও পেশ করুক সিবিআই, এই আবেদনও সর্বোচ্চ আদালতে জানান রাজীব কুমার। পাশাপাশি, সিবিআই শিলংয়ে তাঁর যে বয়ান নথিবদ্ধ করেছে, তাও তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানান রাজীব কুমার।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ৩০।। বিএনপির নির্বাচিত চারজনের শপথ গ্রহণের পেছনে কোনো সমঝোতা আছে কি না, তা খোলসা করার আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উপস্থিতিতে আজ মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তাদের জোটসঙ্গী এই নেতা বলেছেন,যদি সমঝোতা হয় তা হলে সেই সমঝোতাটা খোলাখুলি বলেন, কী সমঝোতা হয়েছে? তার প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেছেন,বিএনপি সমঝোতা করলে অনেক আগেই সমঝোতা করতে পারত। বেগম খালেদা জিয়া যদি সমঝোতা করতেন তাহলে উনি প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না এই কথাগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে।

গত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে 'ভোট ডাকাতির' অভিযোগ তোলা বিএনপি সংসদে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার শনিবার রাতে বৈঠক করে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের জাহিদুর রহমান জাহিদকে বহিষ্কার করে বিএনপি। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উকিল আব্দুস সাত্তার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের হারুনুর রশীদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের আমিনুল ইসলাম ও বগুড়া-৪ আসনের মোশাররফ হোসেন শপথ নেওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানান মির্জা ফখরুল। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশেই তারা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন বলে রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান তিনি। হঠাৎ করে বিএনপির এই অবস্থান বদলকে সঠিক মনে করছেন না নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান। বিএনপির সঙ্গে জোটভুক্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত বগুড়ার একটি আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট করে পরাজিত হওয়া মান্না অনুষ্ঠানে বলেন,আমি সবার কাছে আবেদন বলতে চাই, আমাদের লড়াই ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। আপসকামিতায়-সহযোগিতা-সহমর্মিতায়-সমঝোতায় আপনি জিততে পারবেন না।সমঝোতা হয়ে থাকলে বিএনপি তার ভাগেরটা এখনও বুঝে পায়নি বলেও মনে করছেন তিনি।আগেই তো আপনার কাজ সেরে ফেলেছেন। খেলতে বসে দাবার চাল দিয়ে দিয়েছেন, এবার ওই পক্ষ চাল দেবে। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে বলেন মান্না। আলোচনায় তার কথার জবাব দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, তাদের এই সিদ্ধান্ত বদল রাজনীতির চমক, একে ইউটার্ন হিসেবেও ধরে নেওয়া যায়।তিনি বলেন, গতকাল থেকে রাজনীতি খুব গরম হয়ে উঠেছে। গরম হয়ে উঠেছে যে, বিএনপির নির্বাচিত বলে ঘোষিত যে সমস্ত সংসদ সদস্য তারা সংসদে শপথ নিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে একটা চমক। চমকের মতো একটা সংবাদ। ইউটার্ন- এর মতো।কারণ আমাদের দলীয় যে সিদ্ধান্ত ছিল, সেই সিদ্ধান্ত ছিল ৩০ ডিসেম্বরের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন মনে করেছি যে, এটা কোনো নির্বাচনই ছিল না। ২৯ তারিখ রাতেই ভোট চুরি হয়ে গেছে এবং এটা পুরোপুরিভাবে জনগণের সাথে প্রতারণা করে তাদেরকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেই নির্বাচন ক্ষমতাসীন শাসক দল তাদের দিকে নিয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সবাই ওই ঘটনায় সম্পৃক্ত থেকে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। জনগণের ক্ষোভের ধারাবাহিকতায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমরা শপথ গ্রহণ করব না।

তাহলে শেষ মুহূর্তে কেন এই সিদ্ধান্ত বদল- তার ব্যাখ্যা দিয়ে ফখরুল বলেন, যেটা আমরা বিশ্বাস করি, কোনো সিদ্ধান্তই পার্মানেন্ট বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে, স্থবির হয়ে থাকবে- এটা সব সময় সঠিক নয়। বিশেষ করে বর্তমানে সারা বিশ্বে যে রাজনীতি চলছে এবং সারা বিশ্বের রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট সব কিছুকে প্রেক্ষিতে নিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্যে খুব স্পষ্ট করে বলেছি যে, আমরা ন্যূনতম যে সুযোগটুকু আছে সংসদের ভেতরে গিয়ে কথা বলার সেই সুযোগটিকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা সংসদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয়, দেশের যারা চিন্তাবিদ আছেন যে, এই সিদ্ধান্তটা আমাদের জন্য খুব খারাপ সিদ্ধান্ত বলে মনে করি না। দলের এই অবস্থানের পক্ষে সাফাই দিলেও নিজে শপথ নিচ্ছেন না মির্জা ফখরুল। তিনি বলছেন, তার শপথ না নেওয়াটাও দলীয় সিদ্ধান্তেই, এটা তাদের 'কৌশলেরই অংশ'। জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে মানবাধিকার সংগঠন আওয়াজের উদ্যোগে 'উন্নয়নের মৃত্যুকূপে জনজীবন: নুসরাত একটি প্রতিবাদ' শিরোনামে এই আলোচনা সভা হয়। সংগঠনের সভাপতি সেলিমা রহমানের সভাপতিত্বে এই আলোচনা সভায় আওয়াজের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপিকা শাহিদা রফিকসহ নারী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিনের দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছিল। এই দুর্ঘটনায় যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকলেও ঘটনার জন্য রেল বিভাগের বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনার অভিযোগও ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে। তবে অভিযোগের সত্যতা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে বদরপুর রেল দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, ট্রেনের অগ্রভাগে দুটি ইঞ্জিন ছিল।আজ ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগরতলা থেকে প্রায় দেড় হাজার যাত্রী নিয়ে বেঙ্গালুরুগামী এই হামসফর এক্সপ্রেসটি ছেড়েছিল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা সফর করে চোরাইবাড়ি ছেড়ে তিলভূম স্টেশনে পৌঁছনোর আগে সারজুল গ্রাম এলাকায় ট্রেনের একটি ইঞ্জিনের দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর খবর পেয়ে বদরপুর থেকে রিলিফ টিম নিয়ে ছুঁটে আসেন রেলের এরিয়া ম্যানেজার এস উমেশ এবং চোরাইবাড়ি (অসম) পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ সুপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর বাহিনী। ক্রেন এনে হামসফরের লাইনচ্যুত ইঞ্জিনকে রেলের ট্র্যাকে তুলে ফের চোরাইবাড়ি স্টেশনে নিয়ে রাখা হয়। এর পর শুরু লাইন মেরামতের কাজ। জানা গেছে, রেল লাইনে সংযুক্ত জয়েস্ট থেকে জয়েন্ট পিন খুলে যাওয়ায় ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে।পরে দুপুর ১২.২০-এ রেলওয়ে ট্র্যাক সারাই করে সোয়া দুটো নাগাদ প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং পরে প্রায় সাত ঘণ্টা বিলম্বে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হামসফর ট্রেনকে বিকেল পৌনে তিনটা নাগাদ চোরাইবাড়ি থেকে তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে ছাড়া হয়।হামসফরের বহু যাত্রী বলেছেন, কেবলমাত্র ট্রেন চালকের বুদ্ধিমত্তার জোরে আজ বড়সড় বিপদ থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে রেলের কোনও আধিকারিক বা কর্মচারী মুখ না খুললেও ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রুটে রেলওয়ে ট্র্যাকেটর নিয়মিত পরিচর্যা হয়নি। রেল লাইন ঠিকঠাক আছে কিনা, তা দেখার জন্য মাস কয়েক কাউকে দেখা যায়নি। ফলে রেল লাইনে সংযুক্ত জয়েস্ট থেকে জয়েন্ট পিন খুলে আজকের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

যোগী আদিত্যনাথের

পাচের পাতার পর

ভাইপো, আর কংগ্রেস মানেই ভাই-বোন। ফলে পরিবারের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা রাজনীতি করছে।

তোষণের রাজনীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং বলেছিলেন দেশের সম্পদের প্রথম অধিকার মুসলমানদের। কিন্তু বিজেপি সবার সমানাধিকারের কথা বলেছে। বিরোধীদের মতাদর্শের অভাব রয়েছে এমন দাবি তুলে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, জঙ্গিদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বিরোধীদের সম-মনস্ক কোনও আদর্শ এবং নীতি নেই। এমন এই জোটের একাধিক দল পরস্পর বিরোধী কথা বলছে।

রাজনাথ সিং

পাচের পাতার পর

বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে ২০০৫ সালের ১৯ জুন ও ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর। আপনার জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৭০ সালের ১৯ জুন। আর সেখানে আপনি নিজেকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।ণ্ড্র' ১৫ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে নিজের অবস্থান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাতে বলা হয়েছে কংগ্রেস অভাপতিকে। ২০১৫ সালে প্রথম এই অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ। এরপর বিভিন্ন সময়ে তিনি রাহুলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ণ্ড্র'কোনও সাংসদ কোনও মন্ত্রককে লিখলে, তাদের প্রশ্নের জবাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটি একটি বড় বিকাশ নয়, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ভোররাতে আতঙ্ক

তিনের পাতার পর

কর্তা জানিয়েছেন, কীভাবে আগুন লাগল তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আগুন নিভে যাওয়ার পরই তদন্ত শুরু হবে।

একাই একশো

তিনের পাতার পর

তা ছাড়াও আলোচনা চক্রে যোগ দেবেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, মমতা শঙ্কর। সেখানে যোগ দেবেন লেখক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ওঊ

আগামী ২ মে সত্যজিৎ রায়ের ৯৮ তম জন্মদিনঊ ২৩ এপ্রিল ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায় পরলোকে গমন করেনঊ ২৭ বছর আগে তিনি ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি আজও বাঙালি ভোলেননিঊ 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' দেখেননি এ রকম বাঙালি খুঁজে পাওয়া দায়ঊ তাই বৃহস্পতিবার ২ মে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর ৫০ বছর পূর্তি ও সত্যজিৎ রায়ের ৯৮ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রিয়া সিনেমা হল আয়োজন করবে 'সত্যজিৎ একাই একশো'ঊ পাশাপাশি ওদিন সাদা-কালো স্ক্রিনিংও হবে সত্যজিত রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবির।

প্রতিষ্ঠান

দুইয়ের পাতার পর

টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে নিম্ন অসমের বাকসা জেলার মুসলপুরেও সোমবার রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান জ্বলে ছাই ধরছে। মুসলপুর কোয়ার্টার চকে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতে তিনটি দোকান ভস্ম হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পৃথক দুই ঘটনায় অবশ্য কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণও অস্পষ্ট। তবে প্রাথমিক তদন্তে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী মনে করছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

আয়ত্তে আগুন

আটের পাতার পর

পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

এনআরসি

● প্রথম পাতার পর

জনের নাম। নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত খসড়ায় সন্দেহজনক লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ওঠে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার খসড়ায় সন্দেহজনক ডি ভোটার বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিদেশি বলে ঘোষিত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল—সংগঠন অভিযোগ দাখিল করেছিল, সে-ধরনের লোকের নাম সন্নিবিষ্ট ১৫ জুন অতিরিক্ত খসড়া প্রকাশ করা হবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত সন্দেহজনকরা নিজেকে ভারতীয় বলে প্রমাণ করার সুযোগ ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত পাবেন। নথিপত্র পরীক্ষার পর যাঁরা ভারতীয় বলে বিবেচিত হবেন কেবল তাঁদের নামই এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।এছাড়া লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর নির্বাচনে নিয়োজিত সব এনআরসি-র আধিকারিক-কর্মাচারীদের পুনরায় এনআরসি-র কাজে ফিরিয়ে আনতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতীক হাজেলা।

লাইনচ্যুত

● প্রথম পাতার পর

মামলার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে ।

তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় সংবিধান মহিলাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একাংশ মহিলা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন । তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে প্রমাণিত হয়েছে, মহিলারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পুরুষদের ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন । গার্হ্যস্থ হিংসার মিথ্যা মামলায় আজকাল থানায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, মিথ্যা অভিযোগে কোনও মহিলা তাঁর স্বামী এবং শ্বশুড়বাড়ির সদস্যদের ফাঁসিয়ে দিয়েছেন।

বর্ণালী গোস্বামীর মতে, মহিলাদের আইনের অপব্যবহার করা কোনওভাবেই উচিত নয় । তাঁর কথায়, এ-ধরনের মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী । তাই এখন বিভিন্ন শিবিরে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষদেরও অংশ নেওয়ার জন্য কমিশন অনুরোধ জানায় । কারণ, মহিলা-পুরুষ উভয়েরই সচেতনতা শিবিরে অংশ নেওয়া জরুরি বলে মনে করে কমিশন ।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় সম্পর্কে আবারও সকলকে মনে করিয়েছে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন। ধর্ষণ কিংবা শ্লীলতাহানির শিকার নির্যাতিতাদের নাম কোনওভাবেই প্রকাশ করা যাবে না, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন বর্ণালী গোস্বামী । তিনি বলেন, নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ পেলে সামাজিকভাবে ওই নারী কোণঠাসা হয়ে পড়েন । তাই কোনও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ না করার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

পুণঃ নির্বাচনের সুপারিশ করেছেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়ায় গড়মিল রয়েছে তা নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া একাধিক পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয় পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়ায় গড়মিলের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশে একাধিক নির্বাচন আধিকারীক ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম আসনে পুণঃ নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের শীর্ষ আধিকারীকদের নিয়ে ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে পুণঃ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে পুণঃ নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলেও নির্বাচন কমিশন পশ্চিম আসনে পুণঃ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিঠিতে স্পষ্ট হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেকেন্ড ইন কমান্ড (জি) মুকেশ টাটারবে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে আজ এক ফ্যাক্স বার্তায় পশ্চিম আসনে পুণঃ নির্বাচন নিয়ে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি জানিয়েছেন। ওই ফ্যাক্স বার্তা অনুযায়ী নির্বাচন কমিসন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ১৩১টি বুথে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়েছে। কমিশনের সুপারিশে আসাম থেকে ১১ কোম্পানী বিএসএফ এবং চার কোম্পানী সিআরপিএফ, মোট ১৫ কোম্পানী আধা সামরিক বাহিনী পুণঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত মোতায়েনের নির্দেশ জারী করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইতিমধ্যে, আসামের মুখ্যসচিব এবং আসাম পুলিশের মহানির্দেশক নয়াদিল্লীস্থিত বিএসএফের আইজি অপারেশন, সিআরপিএফের আইজি অপারেশন, ত্রিপুরায় সিআরপিএফের আইজি-কে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে পুণঃ নির্বাচন নিয়ে টানটান উত্তেজনা চলছে। কত বুথে পুণঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হচ্ছে ১৩১টি বুথের অধিক বুথে পুণঃ নির্বাচন হতে পারে। অবশ্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরণিকান্তি নির্বাচন কমিশনের তরফে এমন কোন খবর তাঁদের কাছে আসেনি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ ১৩১টি বুথে পুণঃ নির্বাচনের বিষয়টি অসত্য বলে দাবি করেছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যান জট

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স): মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যান জটে জেরবার হবে কলকাতা । আজ এমনই সতর্ক বার্তা দিল কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ । কেননা, এদিন বিকেলে শহরে তিনটি রাজনৈতিক মিছিলে যান চলাচল ব্যহত হতে পারে।কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বিজন সেতু পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দলের মিছিল হবে। এই মিছিল আর বি এভিনিউ হয়ে এগিয়ে যাবে বিজন সেতুর দিকে। এরপরে বিজন সেতু থেকে ভিআইপি নগরের দিকে এগিয়ে যাবে মিছিল।

ছায়া মহিষাদলে

আটের পাতার পর

একটি দেড় বছর পুত্র সন্তান রয়েছে প্রায়ই গন্ডগোলের জেরে আসমা বিবি দেড় বছর ধরে বাপের বাড়িতে রয়েছে, এই নিয়ে গ্রাম সালিশি সভায় অনেক বার বসাও হয়েছে। বাপের বাড়িতে থাকার সময় আসমা বিবি বছর খানেক আগে প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। উভয়ের পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামে সালিশি সভা হয়, সেখানে সমস্ত কিছু মিটমাট হয় ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্য জায়গায় থাকার কথা জানায় দিল মহম্মদ। রাত ১২ টার দিকে শ্বশুর বাড়িতে যায় এবং ওখানে থেকে যায়, সকালে উঠে বাড়ির লোক জন দেখে খাটের সাইটে মেঝেতে আসমা বিবি গলার নালি কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কখন কিভাবে খুন হল সে বিষয় তদন্ত করে দেখছে মহিষাদল থানার পুলিশ।

গ্রেফতার ৬

আটের পাতার পর

সোমবার রাতে ওই বহুতলে দেখা যায় তাকে, সেই সময় ৬ জন ব্যক্তি ওই বহুতলে বসে গল্প করছিলেনঊ ওই যুবককে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেন তারাঊ তারপরেই চোর সন্দেহে ওই যুবকের ওপর চড়াও হয় ওই ৬ জন ব্যক্তি ।

সোমবার ওই ৬ জনের মারে গুরুতর জখম হয় ওই যুবক ঊ এরপরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ ঊ ওইদিন পুলিশের সহায়তাতেই ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস হাসপাতালে ঊ সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরা ঊ এরপরেই ওই ৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ ।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

করেছিল পুলিশ। তারপর তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক তাকে তিন মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা দেয় আদালত। তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে মঙ্গলবার।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

হয় পুলিশ। উভয় পক্ষে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। এক সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। জানা গেছে, পুলিশ জুয়ারিদের আটক করতে পারেনি। তবে একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। আরকটি বাইক ছিল, কিন্তু তার চাবি না পেয়ে তা ছেড়ে গেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

ডায়রিয়ায়

● প্রথম পাতার পর

হয়। চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু, তেমন কোন উন্নতি হয়নি। অবস্থা অবনতির দিকে চলে যাওয়ায় মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে কুলাই হাসপাতালে রেফার করা হয়। কুলাই হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে মুজিব মিয়ার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে স্ত্রী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে সাথে সাথেই কমলপুরস্থিত বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিভীষণের

● প্রথম পাতার পর

আশা, দলের কার্যকর্তারাও অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করার সময় এসে গেছে। তাঁর মতে, সরকারেই রয়েছেন ষড়যন্ত্রকারীরা। ওঁরা চাইছেন সরকার থেকে বেরিয়ে যেতে। বিপ্লবের দাবি, সরকার থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। তাঁর বক্তব্য, ষড়যন্ত্রের পরিণতির অনেক প্রমাণ অতীতে রয়েছে।

বিপ্লব দেব বলেন, লোকসভা নির্বাচনের জন্যই সমস্ত বিভীষণদের চিনতে পেরেছেন। তাঁর দাবি, দল এবং সরকারের অন্দরেই যে বিভীষণ রয়েছে তা আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, এতদিন চুপ করে ছিলাম। এটাকে দুর্বলতা ভাবার চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না, মনে করেন তিনি।

বিপ্লব আজ বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবে, সংযম হারালে চলবে না। তাঁর দাওয়াই, মানুষ চিনতে শুরু করুন। ত্রিপুরাকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে, বলেন বিপ্লব দেব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে ২০০৫ সালের ১৯ জুন ও ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর। আপনার জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৭০ সালের ১৯ জুন। আর সেখানে আপনি নিজেকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৫ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে নিজের অবস্থান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাতে বলা হয়েছে কংগ্রেস অভাপতিকে। ২০১৫ সালে প্রথম এই অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ। এরপর বিভিন্ন সময়ে তিনি রাহুলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। এবিষয়ে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব জানে যে, রাহুল গান্ধী জন্মসূত্রেই ভারতীয় নাগরিক। বেকারত্বের প্রশ্নে মোদীজির কাছে কোনও উত্তর নেই, কৃষি সমস্যা ও কালো টাকার বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও উত্তর নেই, তাই জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সরকারের নোটিসের মাধ্যমে এইসব জাল তথ্যকে অবলম্বন করছেন।

এক নজরে

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

সূচি ২০১৯

• ৩০ মে ইংল্যান্ড বনাম দঃ আফ্রিকা (ওভাল)	• ১১ জুন শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ (ব্রিস্টল)	• ২৪ জুন বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান (সাউদাম্পটন)
• ৩১ মে পাকিস্তান বনাম ওঃ ইন্ডিজ (নটিংহ্যাম)	• ১২ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান (টনটন)	• ২৫ জুন ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া (লর্ডস)
• ১ জুন নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা (কার্ডিফ)	• ১৩ জুন ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড (নটিংহ্যাম)	• ২৬ জুন নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান (বার্মিংহ্যাম)
• ১ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম আফগানিস্তান (ব্রিস্টল)	• ১৪ জুন ইংল্যান্ড বনাম ওঃ ইন্ডিজ (সাউদাম্পটন)	• ২৭ জুন ভারত বনাম ওঃ ইন্ডিজ (ম্যাঞ্চেস্টার)
• ২ জুন দঃ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ (ওভাল)	• ১৫ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা (ওভাল)	• ২৮ জুন দঃ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা (চেস্টার লে স্ট্রিট)
• ৩ জুন ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান (নটিংহ্যাম)	• ১৫ জুন দঃ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান (কার্ডিফ)	• ২৯ জুন পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান (লির্ডস)
• ৪ জুন শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান (কার্ডিফ)	• ১৬ জুন ভারত বনাম পাকিস্তান (ম্যাঞ্চেস্টার)	• ২৯ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড (লর্ডস)
• ৫ জুন নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ (ওভাল)	• ১৭ জুন ওঃ ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ (টনটন)	• ৩০ জুন ভারত বনাম ইংল্যান্ড (বার্মিংহ্যাম)
• ৫ জুন ভারত বনাম দঃ আফ্রিকা (সাউদাম্পটন)	• ১৮ জুন ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান (ম্যাঞ্চেস্টার)	• ১ জুলাই শ্রীলঙ্কা বনাম ওঃ ইন্ডিজ (চেস্টার লে স্ট্রিট)
• ৬ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম ওঃ ইন্ডিজ (নটিংহ্যাম)	• ১৯ জুন দঃ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড (বার্মিংহ্যাম)	• ২ জুলাই ভারত বনাম বাংলাদেশ (বার্মিংহ্যাম)
• ৭ জুন পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা (ব্রিস্টল)	• ২০ জুন অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ (নটিংহ্যাম)	• ৩ জুলাই ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড (চেস্টার লে স্ট্রিট)
• ৮ জুন ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ (কার্ডিফ)	• ২১ জুন ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা (লর্ডস)	• ৪ জুলাই ওঃ ইন্ডিজ বনাম আফগানিস্তান (লিডস)
• ৮ জুন নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান (টনটন)	• ২২ জুন নিউজিল্যান্ড বনাম ওঃ ইন্ডিজ (ম্যাঞ্চেস্টার)	• ৫ জুলাই পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ (লর্ডস)
• ৯ জুন ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (ওভাল)	• ২২ জুন ভারত বনাম আফগানিস্তান (সাউদাম্পটন)	• ৬ জুলাই ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা (লিডস)
• ১০ জুন ওঃ ইন্ডিজ বনাম দঃ আফ্রিকা (সাউদাম্পটন)	• ২৩ জুন পাকিস্তান বনাম দঃ আফ্রিকা (লর্ডস)	• ৬ জুলাই অস্ট্রেলিয়া বনাম দঃ আফ্রিকা (ম্যাঞ্চেস্টার)

ম্যাচ ৪৮
৪৫ দিন
দল ১০
০১ ট্রফি

সেমিফাইনাল

• ৯ জুলাই	প্রথম সেমিফাইনাল	ম্যাঞ্চেস্টার
• ১০ জুলাই	রিজার্ভ ডে	
• ১১ জুলাই	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	বার্মিংহ্যাম
• ১২ জুলাই	রিজার্ভ ডে	

ফাইনাল

• ১৪ জুলাই	লর্ডস
• ১৫ জুলাই	রিজার্ভ ডে

দিনরাতের ম্যাচ
দিনের ম্যাচ বিকেল ৩.৩০
দিন-রাতের ম্যাচ সন্ধে ৬টা

সংগৃহীত

ইংল্যান্ড থেকে ১০ দিনের ছুটিতে হঠাৎই দেশে ফিরলেন মালিক

লন্ডন ।। এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। আর বিশ্বকাপের আগে এই ইংল্যান্ডেই স্বাগতিকদের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলে নিজেদের দারুণভাবে ঝালাই করার সুযোগ পাচ্ছে পাকিস্তান। তবে এরই মধ্যে ভিন্ন খবর শুনতে হলো তাদের। দলটির সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান শোয়েব মালিক ব্যক্তিগত কারণে হঠাৎই দেশে ফিরেছেন।পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড মালিককে ১০ দিনের ছুটি দিয়েছে। তবে শেষ ফেরার কারণ সম্পর্কে তেমন কিছু জানায়নি পিসিবি। আর এই ছুটির ফলে ইংলিশদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ও ৮ মে প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারবেন না মালিক।১১ মে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে ডানহাতি এই ব্যাটসম্যানের। এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলে মালিকের অন্তর্ভুক্তি অবশ্য সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কেননা ইংলিশদের মাটিতে তার ২৩ ইনিংসে গড় মাত্র ১৩.৬।

মোঁপেলিয়ের কাছে পিএসজির হার

দুই আত্মঘাতী গোলে প্রথমার্ধ শেষ হয় সমতায়। দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজিকে এগিয়ে নেন আনহেল দি মারিয়া। শেষের দিকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নেয় মোঁপেলিয়ে।লিগ ওয়ানে মঙ্গলবার রাতে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোঁপেলিয়ে। কদিন আগে ফরাসি কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে রেনের কাছে হেরেছিল পিএসজি।প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। ক্যামেরুনের লেফট-ব্যাক আমব্রোইসে ওইয়োনগো বল পাঠান নিজেদের জালে।নয় মিনিট পর আরেকটি আত্মঘাতী গোলে সমতা ফিরে ম্যাচে। পিএসজি ডিফেন্ডার প্রেসনেল কিম্পেম্বে বল পাঠান নিজেদের জালে।দ্বিতীয়ার্ধে ৬২তম মিনিটে মার্কোনিয়োসের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে পিএসজিকে এগিয়ে নেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার দি মারিয়া।

ওয়ার্নারের ব্যাটে হায়দ্রাবাদের বড় জয়

লন্ডন ।। ডেভিড ওয়ার্নারের অনবদ্য ব্যাটিং ও খলিল-রশিদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে ৪৫ রানের বড় ব্যবধানে হারালো সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ।

সোমবার (২৯ এপ্রিল) রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় এ দু'দল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হায়দ্রাবাদ নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ২১২ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নামা পাঞ্জাব পুরো ওভার খেললেও ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানের বেশি করতে পারেনি।

২১৩ রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নামা পাঞ্জাবের হয়ে ওপেনার লোকেশ রাহুল ছাড়া আর কেউই সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। ১৯তম ওভারে খলিল আহমেদের বলে আউট হওয়ার আগে ৫৬ বলে ৭৯ করেন লোকেশ। তার ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৫টি ছক্কা। দলের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন মায়ানক আগারওয়াল। এছাড়া ২১ রান আসে নিকোলাস পুরানের ব্যাট থেকে। হায়দ্রাবাদ বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩টি করে উইকেট পান রশিদ ও খলিল। পাশাপাশি ২টি উইকেট দখল করেন সন্দীপ শর্মা।

টসে হেরে এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়ার্নারের ৮১ রানে ভর করে দলীয় দু'শ রানের কোটা পার করে হায়দ্রাবাদ। ৫৬ বলে ৭টি চার ও ২টি ছক্কায় নিজের ইনিংস সাজান এই আজি ওপেনার। মনিশ পান্ডের ব্যাট থেকে আসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ রান। পাঞ্জাব বোলারদের মধ্যে ২টি করে উইকেট ভাগ করে নেন মোহাম্মদ শামি ও রবীচন্দ্রন আশিন। খেলা শেষে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন ওয়ার্নার।

'বিশ্বসেরা' মেসির মুখোমুখি হতে আত্মবিশ্বাসী ভন ডাইক

লন্ডন ।। বার্সেলোনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে তাকে আটকাতে আত্মবিশ্বাসী লিভারপুলের ডিফেন্ডার ভার্জিল ভন ডাইক। টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাব পর্যায়ে ইউরোপের সেরা প্রতিযোগিতার ফাইনালে পা রাখতে সাধ্যের সব কিছুই করবেন বলে জানিয়েছেন ডাচ এই ফুটবলার।

বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় বার্সেলোনার ঘরের মাঠ কাম্প নউয়ে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে খেলবে লিভারপুল। আগামী ৭ মে অ্যানফিল্ডে হবে ফিরতি পর্ব। চলতি মৌসুমে ভন ডাইকের নেতৃত্বে দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে লিভারপুলের রক্ষণ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি আসরে ৩৬ ম্যাচের ১৯টিতেই কোনো গোল হজম করেনি ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। লিগে পুরো মৌসুমে এ পর্যন্ত লিভারপুলের জালে বল জড়িয়েছে মোটে ২০ বার। দারুণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় ডিফেন্ডার হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ভন ডাইক।

এর আগে ক্যারিয়ারে একবারই কাম্প নউয়ে খেলেছিলেন ভন ডাইক। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে সে ম্যাচে ৬-১ গোলের বড় হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল তার সে সময়ের ক্লাব সেল্টিক। এবারে সেই স্মৃতি মুছে ফেলতে চান ২৭ বছর বয়সী এই সেন্টার ব্যাক।

"হ্যাঁ, আমি মনে করি মেসি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়, আমি এ কথা অতীতেও বলেছি। কিন্তু আপনারা দেখেছেন কিভাবে আমরা খেলি, কিভাবে আমরা রক্ষণ সামলাই, আমরা একজনের বিপরীতে একজন থাকি না, রক্ষণে সবাই মিলে অংশ নেই এবং সবাই মিলেই আক্রমণে উঠি — তাই আমরা দেখব কি ঘটে।"

"পরিস্থিতিটা হলো, সেমি-ফাইনালে আমাদের প্রতিপক্ষ বার্সেলোনা। আর আমরা অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হব আমি মনে করি, বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় সে (মেসি)।"

তবে শুধু দারুণ ছন্দে থাকা মেসিকে নিয়ে নয় পুরো বার্সেলোনা দলকে নিয়েই ভাবতে চান ভন ডাইক। "কিন্তু শুধু সে নয়, পুরো দলটাই মানসম্পন্ন। আর আমরা ভালোভাবে প্রস্তুত হব এবং সেটাই আমরা করব।" "আমাদের দলটাও খুব ভালো। তাই আমরা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি। সুতরাং এটা এমন নয় যে আমরা সেখানে ছুটি কাটাব বা তেমন কিছু করব।" "সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার এবং আমরা থাকব। আশা করি আমরা একটা ভালো ফল পাব অথবা এমন একটা ফল পাব যা নিয়ে আমরা অ্যানফিল্ডে ফিরতে পারি। ফাইনালে পৌঁছাতে আমরা সবকিছুই চেষ্টা করব।"

নেইমারের আচরণের সমালোচনায় পিএসজি কোচ

লন্ডন।। ফরাসি কাপের ফাইনালে রেনের কাছে হারের পর এক সমর্থকের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করা নেইমারের সমালোচনা করেছেন পিএসজির কোচ টমাস টুখেল।

শনিবার প্যারিসে ফাইনালে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারে পিএসজি। ম্যাচের পর নিজেদের পদক নেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন পিএসজির খেলোয়াড়েরা। তখন মোবাইলে ভিডিও করতে থাকা এক দর্শকের সঙ্গে বাজে আচরণ করেন নেইমার। হাত দিয়ে মোবাইল ফোন নামিয়ে দেওয়া ছাড়াও মুখে হালকা ঘুষি মারেন ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড। শিষ্যের এমন আচরণ মানতে পারেননি টুখেল।

"আপনি একজন সমর্থকের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন না। আপনি সেটা মোটেই করতে পারেন না।" "হারের পর মঞ্চে উঠতে যাওয়াটা সহজ নয়। আমার জন্যও এটা খুব কঠিন ছিল, সবার জন্যই — কিন্তু আমাদের এটা মেনে নিতে হবে। যদি আমরা হারি, তবে আমাদের সম্মান দেখাতে হবে।"এই হারে ফরাসি কাপের আগের চার আসরে শিরোপা জেতা পিএসজিকে চলতি মৌসুমে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে লিগ ওয়ানের শিরোপা নিয়েই। ইনস্টাগ্রামে নিজের আচরণ নিয়ে নেইমার এক মন্তব্যে লিখেন, "আমি কি খারাপভাবে আচরণ করলাম?" "হ্যাঁ, কিন্তু কেউই নির্বিকার থাকতে পারে না।"

আরেক পোস্টে রোববার ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার বলেন, "কেউই হারতে পছন্দ করে না, তাই আমি "

"আমাকে জানে এমন যে কেউ জানে যে আমি কতটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের এবং হার আমাকে কত বেশি ক্ষুব্ধ করে।"

"কিন্তু হার একজন খেলোয়াড়ের জীবনের অংশ, এটা আমাদের পরিণত করে, ভাবতে শেখায় এবং আরও ভালো করতে সাহায্য করে। আবারও খেলতে পেরে, গোল করতে পেরে এবং মাঠে ভালো বোধ করায় আমি খুশি। কিন্তু আজকের সবচেয়ে বড় অনুভূতিটা দুঃখের।"

দর্শকের সঙ্গে বাজে আচরণের অভিযোগে নেইমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ফ্রেঞ্চ ফুটবল কর্তৃপক্ষ। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও পিএসজির মধ্যে শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় শুক্রবার নেইমারকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করে উয়েফা।

CMYK

জাগরণ 1 May, 2019, Wednesday আগরতলা ১ মে, ২০১৯ ইং, ১৭ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলবার এনডিআরএফ উদ্যোগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ঢাকায় বিস্ফোরিত বোমা ভিন্ন ধরনের ঃ ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ৩০।। গুলিস্তানে সোমবার যে বোমার বিস্ফোরণে পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন সেটি সাধারণ ককটেলের চেয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া। এই ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনা ছাড়াও উগ্রবাদকে কেন্দ্র করে কোনো মহল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এ কাজ করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলিস্তান আন্ডারপাসের দক্ষিণ পাশে একটি শপিং কমপ্লেক্সের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।বিস্ফোরণে আহত হন ট্রাফিক কনস্টেবল নজরুল ইসলাম, লিটন চৌধুরী এবং কমিউনিটি পুলিশের সদস্য আশিক। রাতেই তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের দেখতে মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেলে যান পুলিশ কমিশনার।এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন,যে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে তা সাধারণ বোমা থেকে একটু ভিন্নতর।তবে বিস্ফোরণ ঘটানো বোমাটি কি ধরনের ছিল তা ব্যাখ্যা করেননি তিনি।

ঘটনার তদন্তের বিষয়ে পুলিশ কমিশনার বলেন, আমাদের বোম্ব ডিসপোজাল টিম ও সিটিটিসির বিশেষজ্ঞ অফিসারেরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিস্ফোরণের ধরন, ইনজুরির ধরন ও প্রয়োজনীয় এভিডেন্স সংগ্রহ করেছে। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা দেখছি।

ঘটনায় যেই জড়িত থাকুক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। পুলিশের ওপর এই হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস দায় স্বীকার করেছে বলে খবর দিয়েছে জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ।এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকার পুলিশ কমিশনার বলেন, সারা বিশ্বে যে উগ্রবাদের প্রভাব আছে, বাংলাদেশ তার বাইরে না। তবে সংঘবদ্ধ বড় ধরনের কোনো নাশকতা করার সক্ষমতা আমাদের দেশে তাদের নেই। ২০১৬ সালে হলি আর্টিজানের পরে আমরা রীতিমত তাদের নেটওয়ার্ককে বিধ্বস্ত করেছি। কখনও কখনও তারা বিচ্ছিন্নভাবে এ ধরনের ঘটনা করার অপচেষ্টা করে, সেগুলো আমরা নজরদারিতে রাখি।তিনি বলেন, জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য, এ দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য, যেকোনো ধরনের নৈরাজ্য বন্ধের জন্যে, উগ্রবাদ দমানোর জন্য আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সুসমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমরা তৎপর আছি। ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসাধীন পুলিশ সদস্যরা এখন শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ মুকুল রায়ের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তাঁর অভিযোগ, বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন সঞ্জয় বসু। তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বয়ান বদলে মুকুল রায়ের সাফাই, আগের এফআইআর নিয়ে বলেছেন সঞ্জয় বসু।

চতুর্থ দফার ভোটে হিংসার অভিযোগে সরব বিজেপি। সেই নিয়ে মঙ্গলবার কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি কমিশনের বেশ কয়েকজনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতারা। তার মধ্যে রয়েছেন, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সঞ্জয় বসু। আসানসোলের ভোটে বারাবনি, জামুরিয়া, পান্ডবেশ্বরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অন্যের ভোট দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলে বিজেপি। সেই নিয়ে কমিশনকে জানানো হয়েছে বলে জানান মুকুল রায়। আসানসোল নিয়ে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যান মুকুল রায়।

মনুয়া কান্ডের ছায়া মহিষাদলে

মহিষাদল, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক জেনে ফেলায় খুন হতে হল স্ত্রীকে। ঘটানাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে। প্রায় ৩ বছর আগে আসমা বিবির সঙ্গে প্রতিবেশী আত্মীয় সেখ দিল মহম্মদের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। দিল মহম্মদ ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। বছরে দু তিন বার বাড়ি আসে। বিয়ের কিছু দিন পরেই মোবাইল সূত্রে স্বামীর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কের কথা জানতে পারে স্ত্রী, যা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই গন্ডগোল লেগে থাকত। তাদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পরিকল্পিত ভাবে ফাঁসানো হয়েছে অনুব্রত প্রসঙ্গে সাফাই অনুপমের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স) : সোমবার তৃণমূলের বীরভুম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাবপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরাউ তারপর থেকেই এই সাক্ষাতকে কেন্দ্র করে চরমে ওঠে রাজনৈতিক পারদউ মঙ্গলবার এই বিতর্কের উপর ইতি টানার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফাই গাইলেন অনুপম হাজরাউ এদিন সপক্ষে যুক্তি দিয়ে অনুপম হাজরা বলেন, ''মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে । সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। একটা মৃত্যু নিয়ে যে এমন হতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি। পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে আমাকে' উ এদিন অনুপম হাজরার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায় ও রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার । এদিন অনুপম হাজরা বলেন, 'সাধারণ মনেই গিয়েছিলাম অনুব্রতর মন্ডলের সঙ্গে দেখা করতে উ সমঝোতা করার হলে আগেই করতে পারতাম'। এরপরেই তাকে ফের তৃণমূলে নেওয়া প্রসঙ্গে অনুব্রত মন্ডলের বক্তব্যের জবাব দেন তিনি উ অনুপম বলেন, 'ওঁর কী অওকাত যে আমাকে টিকিট দেবেন ! উনি এমপি না এমএলএ ? তাই জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি'। এরপরেই কিছুটা কটাক্ষের সুরে অনুপম বলেন, 'রাজ্যসভার টিকিট কি সিনেমার টিকিট নাকি ? যেমন ইচ্ছে বিলি করে দেওয়া যায় ?'

অন্যদিকে এদিন অনুব্রত মন্ডলের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে মাছ-ভাত খাওয়া প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন অনুপম উ তিনি বলেন, 'মাছ-ভাত খাইনি। আর ওটা লাঞ্চও ছিল না। প্রসাদ খেয়েছি। ওখানে মন্দির রয়েছে। প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ জন ভোগ খান সেখানে। আমিও সেটাই খেয়েছি।'

এদিন পুরো ব্যাপরটি প্রসঙ্গে অনুপম হাজরা বলেন, 'কয়েকদিন আগে মারা গেছেন অনুব্রত মণ্ডলের মা উ যাঁকে তিনি খুব ভালবাসতেন উ সেই সময় যেতে পারেননি তিনি । তাই সোমবার সমবেদনা জানাতে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি ।এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই ।' এই প্রসঙ্গে এদিন মুকুল রায় বলেন, 'নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। কিন্তু অনুপম তো জানতেন না, অনুব্রত প্রেস ডেকে রাখবে ! উনি রাজনীতি করার জন্য এই কাজ করেছেন।'

এদিন বীরভূমের তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে তোপ দেগে অনুপম বলেন, 'বীরভূমের শেষ কথা অনুব্রত মণ্ডল । আমি চার বছর আগেই বুঝে গিয়েছিলাম ওনার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয় । সেই কারণেই ওনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ । এবং ওনার জন্যই দলত্যাগ । তাই সমঝোতা করার হলে, আমি আগেই করতাম ।'

উল্লেখ্য, সোমবার বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের বাড়িতে যান বিজেপির যাদবপুরের প্রার্থী অনুপম হাজরা । পাশাপাশি বসে দু'জনে । কথাও হয় বেশ কিছুক্ষণ । এরপর অনুব্রত মন্ডলের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও সারেন তিনি । আর এই দৃশ্য প্রকাশ পেতেই ভোটবাজারে শুরু হয় জল্পনার উত্তাপ । এদিন কার্যত এই জল্পনাতে ইতি টানতেই, সৌজন্যের রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে সপক্ষে সাফাই গান অনুপম হাজরা ।

স্কুলে শিক্ষা শিবিরে উপস্থিতির হার বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবিরের জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। নয়া দিশা কর্মসূচির অধীন এই শিক্ষা শিবির ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই শিক্ষা শিবির চলবে ৮ মে পর্যন্ত। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এই শিক্ষা শিবিরে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির হাড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সূত্র অনুসারে জানা গেছে, ২৫ এপ্রিল ৬৭.১২ শতাংশ, ২৬ এপ্রিল ৭১.৩৪ শতাংশ, ২৭ এপ্রিল ৭৬.৪৩ শতাংশ, ২৯ এপ্রিল ৭৫.৪৭ শতাংশ এবং ৩০ এপ্রিল ৭৫.০২ শতাংশ ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত, তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৩লক্ষ ২০ হাজার ছাত্র ছাত্রী এই শিক্ষা শিবিরে অংশ নিয়েছে। প্রথমে দুর্বল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই শিক্ষা শিবির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের বহু ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকরা এই শিক্ষা শিবিরে অংশ নেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছে। এরই ভিত্তিতে শিক্ষা দপ্তর সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের এই শিক্ষা শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

শান্তিরবাজারের ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপির সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক সাংগঠনিক সভা। মঙ্গলবার বিকেল চারটায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি কমিউনিটি হল-এ ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক, শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক, সাব্রুমের বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ি মণ্ডল সভাপতি তাপস দত্ত এবং অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

আজকের সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে সকলের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরার ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন। আজকের এই সাংগঠনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি কর্মীদের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে সচেতন করেন ও আগামীদিনে সকলকে একসাথে একজোট হয়ে কাজ করার আহবান জানান। দলকে আরও সমৃদ্ধশালী করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

২৫ মাস টানা বেতন না পাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কলকাতার বাসিন্দা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : দু-চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে টাকা রোজকারের জন্য নিজের বাড়ি শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় চাকরি করতে যায় সকলেউ তবে,সঠিক সময়ে বেতন না পাওয়ায় আত্মহত্যাও করে অনেকেউ ফের ঘটল সেই ঘটনাউ টানা ২৫ মাস বেতন না পাওয়ায় অসমের কাগজকলে কর্মরত কলকাতার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মজুমদার আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেনউ মঙ্গলবার কারখানার হোস্টেলেই আত্মঘাতী হলেন তিনি।

২৫ মাস টানা বেতন পাননি অসমের কাগজকলে কর্মরত কলকাতার বাসিন্দা বিশ্বজিৎউ কলকাতা থেকে অসমের নগাঁওয়ের হিন্দুস্থান পেপার মিলে চাকরি করতে গিয়েছিলেন তিনিউ শুরুতে ভালে চলছিল সব কিছু। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় ২০১৭-র পর থেকেই। দিন দিন কমতে থাকে পেপার মিলের প্রোডাকশন । কর্তৃপক্ষ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন উৎপাদন। শেষমেষ বেঁচে থাকার কোনও উপায় না পেয়ে, অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তিনি। তাঁর দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ।ময়নাতদন্ত হয়ে গেলে কলকাতায় বিশ্বজিৎ-র বাড়িতে নিয়ে আসা হবে তার দেহউ এর আগেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন এই কাগজকলের আরও তিন শ্রমিক । প্রসঙ্গত,কলকারখানায় কাজ হারিয়ে অর্থ কষ্টে ২০১৫ সাল থেকে আজ অবধি ৫১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে নতুন সংযোজন কলকাতার বিশ্বজিৎ মজুমদার।

চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন যুবককে, গ্রেফতার ৬

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স) : একবিংশ শতাব্দীতে এসেও, ফের একবার শহরের বুকে ঘটে গেল নক্কার জনক ঘটনা উ শুধুমাত্র চোর সন্দেহের বশে পিটিয়ে খুন করা হল এক যুবককে। ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাত সাড়ে ১০ টায়উ কলকাতার বুকে, ইএম বাইপাসের উপর মিলনমেলার পিছনের একটি জায়গায় খুন করা হয় তাকে। এই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, ইএম বাইপাসের উপর মিলনমেলার পিছনের একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে খুন করা হয় ওই যুবককে। মৃতের বয়স ৩৮ বছর।

ছয়ের পাতায় দেখুন

৬ কোম্পানি সি আর পি এফ পৌঁছাল বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : বাঁকুড়ায় ২টি লোকসভা আসনে ভোট ১২ মে। বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ ও খ্রীস্টান কলেজিয়েট স্কুল ও খাতড়া আদিবাসী কলেজে ইভিএম পরীক্ষা র কাজ শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের মনোনীত সদস্যদের উপস্থিতিতে।এই পরীক্ষার কাজ চলবে আজ থেকে ২ মে পর্যন্ত ইভিএম মেশিন নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে এই সময়ের মধ্যে জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জেলা নির্বাচন আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে।

নির্বাচনী কাজে ৩২৫৯টি ইভিএম মেশিনকে কাজে লাগানো হবে।জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ৩২৫৯।প্রতিটি বুথে একটি করে মেশিন থাকবে, এছাড়া ২০মেশিন অতিরিক্ত হিসাবে মজুত রাখা হবে। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৬,৪২,৫৯৪।(জেলার ৬টি বিধানসভা ওপুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার সহ)। অপরদিকে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৬,২২,১১৬(জেলার ৬টি বিধানসভা ও বর্ধমানের খন্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্র সহ)।দুই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোট গ্রহন কেন্দ্র ৩২৫৯টি।প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ৪জন করে মোট ১৩,০৩৬ জন ভোটকর্মী ভোট গ্রহনে নিয়োজিত থাকবেন।এছাড়াও ২০কর্মীকে অতিরিক্ত হিসাবে মজুত রাখা হবে।

পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এন জানান যে এদিন ৬ কোম্পানি সি আর পি এফ জেলায় আসছে। ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ন করতে জেলা প্রশাসন সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নিয়েছেন।বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া জেলায় এপর্য্যন্ত বড় কোন ও ঘটনা ঘটে নি।

দিল্লির শাস্ত্রী ভবনে অগ্নিকাণ্ডে, দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে আগুন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): দেশের রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থামার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ফের আগুন-আতঙ্ক সেন্ট্রাল দিল্লির শাস্ত্রী ভবনেউ মঙ্গলবার দুপুরে সেন্ট্রাল দিল্লিতে অবস্থিত শাস্ত্রী ভবনে আগুন লাগে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

শাস্ত্রী ভবন থেকেই জনকল্যাণ মন্ত্রক-সহ অন্যান্য মন্ত্রকের কাজ পরিচালিত হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শাস্ত্রী ভবনেই আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও

ছয়ের পাতায় দেখুন

চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে হাইকোর্ট

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ৩০।। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাত বছরের দন্ডের বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে হাইকোর্ট।একইসঙ্গে অর্থদন্ড এবং জব্দের আদেশ স্থগিত করে দুই মাসের মধ্যে ওই মামলার নথি তলব করেছে আদালত। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেয়। গত ১৮ নভেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিলটি করা হয়। খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলার নথি আসার পর জামিনের বিষয়টি দেখা হবে বলে মন্তব্য করে আদালত। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ চার আসামীকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়ে গত বছর ২৯ অক্টোবর রায় ঘোষণা করা হয়। রাজধানীর ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর স্থাপিত পঞ্চম বিশেষ জজ আদালতের বিচারক ড় আখতারুজ্জামান এ রায় দেয়। রায়ে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়াসহ চার আসামিকে ৭ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। এছাড়া এ ট্রাস্টের নামে ঢাকার কাকরাইলে থাকা ৪২ কাঠা জমি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয় আদালত।

রায় ঘোষণার প্রাক্কালে আদালত বলেন, ১৫টি বিবেচ্য বিষয় সামনে রেখে মামলার রায় দেয়া হয়েছে। রায়ে বলা হয়, জিয়া চ্যারিটেব্যাল ট্রাস্টের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তির মাধ্যমে এ ট্রাস্টের লেনদেন হয়েছে। অবৈধ উপায়ে এ ট্রাস্টে বিভিন্ন সময় লেনদেন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে অবৈধভাবে এ ট্রাস্টে অর্থের লেনদেন হয়েছে যা ক্রিমিনাল মিসকন্ডাক্ট বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। দুদকের পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী খালেদা জিয়াসহ মামলার অপর আসামীদের সহযোগিতায় এখানে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্বে থেকে ভবিষ্যতে যেন কেউ এরূপ অপরাধ করতে না পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপনে আইন অনুযায়ী আসামীদের সর্বোচ্চ সাজা দিয়ে আদালত রায় ঘোষণা করে।এ মামলায় চার আসামির মধ্যে খালেদা জিয়া, জিয়াউল ইসলাম মুন্না ও মনিরুল ইসলাম খান বর্তমানে কারাগারে আছেন। আরেক আসামি হারিছ চৌধুরী শুরু থেকেই পলাতক।২০১০ সালের ৮ আগস্ট খালেদা জিয়াসহ চার জনের বিরুদ্ধে তিন কোটি ১৫ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলাটি দায়ের করে দুদক। এ মামলায় ২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। মামলাটিতে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের ১৯ মার্চ তৎকালীন বিচারক বাসুদেব রায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেয়। মামলায় প্রসিকিউশনের পক্ষে ৩২ জন সাক্ষ্য দেয়। আসামীপক্ষ তাদের জেরা করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।